ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 June, 2021 ■ আগরতলা ২৬ জুন, ২০২১ ইং ■ ১১ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকে মন্থন, নতুন চমক আসন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল ও সম্প্রসারণের পালে হাওয়া দিয়ে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ও বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রীত্ব পেতে চলেছেন, এমনটাই দাবি সূত্রের। শুধু তাই নয়, তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বিধায়কের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ফোরক ঘটনা হবে, অধ্যক্ষ পদে নতুন মুখ আসতে পারে। এক্ষেত্রে বাদ পড়বেন রেবতি মোহন দাস, খবর সূত্রের।

আজ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ক্ষমতাসীন বিজেপি বিধায়করা রাজ্য বিধানসভা ভবনের হল ঘরে রুদ্ধদ্বার সভা করেছেন। আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠকে ক্ষমতাসীন বিজেপির ২৬ জন বিধায়ক অংশ নিয়েছেন। বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা জাহির করেছেন এবং রাজ্যের উন্নয়নে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিধায়কদের তাদের নিজস্ব নির্বাচনী ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলি তদারকি করা এবং সরকারী প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বৈঠকের পরে বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক বলেন, আজকের বৈঠক ফলপ্রসূ ছিল এবং সরকারী প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

শ্রী ভৌমিকের কথায়, আমরা সাংগঠনিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বিধায়কদের সমস্যা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে যার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, বাধারঘাট বিধানসভার বিধায়িকা মিমি মজুমদার রাজ্য নেতৃত্বের পরিবর্তনের বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন, একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজ্য পরিচালনা করতে সক্ষম তিনি হলেন বিপ্লব কুমার দেব এবং সমস্ত বিধায়ক তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আরও দুজন বিধায়ক আজকের সভায় যোগ দেননি। তাতে সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছে যে পদ্ম শিবিরে মতভেদ রয়েছে। ফলে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, এমনটা মনে করার সুযোগ নেই।

সুদীপ রায় বর্মণ সম্প্রতি বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সাথে দেখা করতে নয়াদিল্লি সফর করেছেন। তবে দিল্লীর বৈঠকের ফলাফল এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। সূত্রের দাবি, সুদীপ রায় বর্মনকে বলা হয়েছে মন্ত্রিসভায় যোগ দিন নতুবা দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে পরবর্তী বার্তা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

আগরতলায় পানীয় জলের জন্য ২৬ কোটি ২১লক্ষ টাকার ফান্ড রিলিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। আগরতলায় আরও ১৫ হাজার পরিবারে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে আম্রুত ২৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকার ফান্ড রিলিজ করেছে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২২সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ত্রিপুরার প্রতিটি বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেবে। সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।

গত ক্যাবিনেটেই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শহরে বসবাসকারী ৫০ হাজার পরিবারে পানীয় জল সংযোগের কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। এদিন আম্রুত আগরতলার ১৫ হাজার পরিবারে পানীয় জলের সংযোগের জন্য ফান্ড রিলিজ করে দিল।

২০১৮ সালে এই মিশন শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যেই গ্রামীণ এলাকায় বিপুল অংশের বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য আরও ৫৮৮৫২৮টি বাড়িতে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া। কেন্দ্রের জল জীবন মিশন, এতে অনুমোদন দিয়েছে।

শহর এলাকায় ইতিমধ্যে ৮০৩২টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য শহর এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ পুরনিগম সহ আরও ১০টি পুর পরিষদ এলাকায় কারফিউ জারি ৩ জুলাই ভোর ৫টা পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। করোনার প্রকোপ থামেনি ত্রিপুরায়। তাই, আরও সাতদিন বাড়ল করোনা কারফিউর মেয়াদ। কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ত্রিপুরায় আগরতলা পুর নিগম সহ আরও ১০টি পুর পরিষদ এলাকায় করোনা কারফিউ জারি থাকবে ৩ জুলাই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। এছাড়া, অন্যত্র সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক প্রয়োজন বোধে কারফিউ জারি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় যথারীতি করোনা কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি হয়েছে। তেমনি, তিনটি পুর পরিষদ নতুন করে কারফিউর আওতায় যুক্ত হয়েছে। সাতটি পুর পরিষদ এলাকায় কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে প্রশাসন। সংক্রমণের হার কম হওয়ায় চারটি পুর পরিষদ এলাকায় কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় এখন থেকে শুধু পুর নিগম এলাকা সহ ১০টি পুর পরিষদ এলাকায় দিবারাত্র কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। তবে ওই এলাকায় কারফিউয়ের বিধিনিষেধে আগের মতোই শিথিলতা হয়েছে। পূর্বের আদেশ অনুযায়ী ২৬ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম সহ আরও ১১টি পুর পরিষদ এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছিল। নতুন আদেশ মেনে পুর নিগম ও আরও ১০টি পুর পরিষদ এলাকায় ২৬ জুন থেকে ৩ জুলাই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। অন্যত্র ২৬ জুন ভোর পাঁচটার পর প্রত্যাহার করা হচ্ছে করোনা কারফিউ। তবে, জেলাশাসকরা প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারফিউ জারি করতে পারবেন।

নয়া ফরমান অনুসারে করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আগরতলা পুর নিগম, রানিরবাজার পুর পরিষদ, জিরানিয়া পুর পরিষদ, উদয়পুর পুর পরিষদ, কুমারঘাট পুর পরিষদ, কৈলাসহর পুর পরিষদ, পানিসাগর পুর পরিষদ, খোয়াই পুর পরিষদ, ধর্মনগর পুর পরিষদ, কমলপুর পুর পরিষদ এবং সোনামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় করোনা কারফিউ ৩ জুলাই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাতে, আগরতলা পুর নিগম, রানিরবাজার পুর পরিষদ, জিরানিয়া পুর পরিষদ, উদয়পুর পুর পরিষদ, কুমারঘাট পুর পরিষদ, কৈলাসহর পুর পরিষদ, পানিসাগর পুর পরিষদ এবং খোয়াই পুর পরিষদ এলাকায় করোনা কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন করে করোনা কারফিউর আওতায় যুক্ত হয়েছে ধর্মনগর, কমলপুর এবং সোনামুড়া পুর পরিষদ।

এক্ষেত্রে কিছু শিথিলতাও রয়েছে এই আদেশে। কারফিউ এলাকায় সকাল ৬-টা থেকে দুপুর ২-টা পর্যন্ত দোকানপাট, বাজার খোলা থাকবে। তবে, জিম, শপিং মল, সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বিউটি পার্লার, সেলুন, পার্ক বন্ধ থাকবে। তেমনি, ধাবা ও রেস্টুরেন্ট দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। ওই এলাকা বাদে সারা ত্রিপুরায় ২৬ জুন ভোর পাঁচটা থেকে করোনা কারফিউ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজন ধরের বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। শুক্রবার ত্রিপুরার হাইকোর্ট বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধরের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তকে চার সপ্তাহ স্থগিত করেছে। আদালতে ধরের পক্ষে হাজির হওয়া এক আইনজীবী জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে কয়েকটি থানায় দায়ের করা একাধিক এফআইআর-এ ধরকে "উস্কানিমূলক" বলে অভিহিত করা হয়েছে বলে ধরকে মামলা করা হয়েছিল।

তবে একই অপরাধে জড়িত হওয়ার জন্য তিনি তাঁর দলে একা ছিলেন না। প্রাক্তন মন্ত্রী ও সিপিআইএমের প্রবীণ বিধায়ক ভানু লাল সাহা একটি 'সাধারণ কারণ' নিয়ে সংক্ষিপ্ত লেখার পোস্ট দেওয়ার জন্যও বেশ কয়েকটি এফআইআর-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন। সাহার ক্ষেত্রে আদালত নির্দিষ্ট থানায় নিবন্ধিত একটি এফআইআর অনুযায়ী পুলিশি তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তিন বাম রাজনৈতিক নেতা- বিজন ধর, জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং ভানু লাল সাহার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। ধর কর্তৃক দায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সারা দেশের সাথে রাজ্যেও জরুরি অবস্থার বর্ষপূর্তি পালন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। কংগ্রেসের শরীর থেকে জরুরি অবস্থার কালো দাগ কখনও মুছবে না। এমনটাই দাবি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির। জরুরি অবস্থার বর্ষপূর্তিতে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় বিজেপি কালো দিবস পালন করেছে। এ-বিষয়ে আজ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৭৫ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অমানবিক পদক্ষেপ জরুরি অবস্থা জারি করার প্রতিবাদে আজ সারা দেশে বিজেপি কালো দিবস পালন করছে। কারণ, যুব ও আগামী প্রজন্মের কাছে জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় তুলে ধরা খুবই জরুরি।

তিনি বলেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য প্রশাসন এবং দেশের অর্থ ব্যবহার করছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাই মামলা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে প্রধানমন্ত্রী গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে দেন। তাঁর দাবি, জরুরি অবস্থার সময় অটলবিহারী বাজপেয়ী, মোরারজি দেশাই, এলকে আদবানি সহ বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এমন-কি, সংবাদ মাধ্যমেরও কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল। ত্রিপুরায়ও তার প্রভাব পড়েছিল।

এদিন বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস পার্টি ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে তা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতারা জরুরি অবস্থা নিয়ে মুখে কলুপ এঁটে রাখেন। তবুও কংগ্রেসের ভাবমূর্তিতে জরুরি অবস্থার কালো দাগ কোনও দিন মুছবে না।

এদিকে, জরুরি অবস্থার ৪৬তম বর্ষপূর্তি-তে ত্রিপুরায় প্রতিবাদে সামিল হয়েছে বিজেপি। আজ আগরতলায় প্রদেশ মুখ্য কার্যালয় সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি কর্মীরা ওই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক দলীয় বিধায়করা ওই কর্মসূচির আয়োজন করেছেন। এক সুরে সকলেই জরুরি অবস্থার জন্য ততালীন কংগ্রেস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির অধিবেশনে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠনে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। আজ এডিসির অধিবেশনে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠন করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত। উল্লেখ্য গতকাল অধিবেশনে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সদস্য রুনেইল দেববর্মা।

আজকের অধিবেশনে এই প্রস্তাবকে পূর্ন সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সদস্য প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মণ ত্রিপুরার জনজাতিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আজকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। নিজেদের অস্তিত্ব বাচিয়ে রাখার তাগিদে মেটার তিপ্রাল্যান্ড প্রয়োজন।

স্বাধীনতার দীর্ঘ বছর পর ও আমরা বঞ্চিত দলমত নির্বিশেষে সকলকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যেতে হবে। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আমি চাই জনজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। জনগণের সাথে প্রতারনা নয়। যারা জনগণের সাথে প্রতারনা করেছে তাদেরকে জনগণ হটিয়ে দিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে থেকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবী করেছি। সংবিধানে সেইসব রয়েছে। প্রথম যখন এডিসি গঠনের দাবী উঠেছিল। তখনও একাংশ জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সংবিধানের মধ্যে থেকে এডিসি গঠন হয়েছে। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য টি.এন.ভি/এটিটিএফ চুক্তি করেছিল।

রাজ্যে ব্রু শরনার্থী পুর্নবাসন হয়েছে। তিনি আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ককবরকে ভাষণ দিয়েছেন তার জন্য আমি খুশি। মহারাজার নামে বিমান বন্দর নামাকরণ হয়েছে। কিন্তু যেদিন জনজাতি যুবক বিমান পাইলট হলে বিমান বন্দরে অবতর করবে। সেই দিন আমি বেশী খুশি হব। আমরা হিন্দু, মুসলিম, মনিপুরী সহ সকলকে নিয়ে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গড়তে চাই। মহারাজার আমলে রবীন্দ্রনাথ সহ বাঙ্গালীদের উন্নয়নে কাজ করেছে। আমি ও চাই সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করতে কিন্তু তিপ্রাদের আজ অস্তিত্ব বিপন্ন। আমাদের অস্তিত্ব বাচাতে তিপ্রাল্যান্ড বিশেষ প্রয়োজন।

শাসকদলের ডেপুটি লিডার তথা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা আলোচনায় বলেন আজ ঐতিহাসিক কারণে জাতি উপজাতির মধ্যে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। অস্তিত্ব রক্ষায় সকলেই আন্দোলন করে। ভাষা, জাতির জন্য রাষ্ট্র, রাজ্য গঠন হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ভেটেরিনারি অফিসার নিয়োগে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। ভেটেরিনারি অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাতে, রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের অধীনে ১৬ জন ভেটেরিনারি অফিসার নিয়োগ করা হবে। অতীতে কখনও একসঙ্গে এত জন ভেটেরিনারি অফিসার নিয়োগ হয়নি।

তিনি বলেন, এই ১৬ জনের মধ্যে ৭ জনকে নেওয়া হবে এসসি ও ৯ জনকে এসটি শ্রেণী থেকে। সাধারণ ক্যাটাগরির কোন শূন্যপদ নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই ব্যাপারে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর প্রয়োজনীয় সংশোধন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে জরুরী অবস্থা জারির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতো আগরতলায়ও বিজেপিরে প্রতিবাদ কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

টিকার জন্য যোগ্য ৮০ শতাংশ নাগরিকের টিকাকরণ হয়েছে রাজ্যে ঃ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। ত্রিপুরায় করোনার টিকা নেওয়ার যোগ্য জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ নাগরিকের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা ডা: সিদ্ধার্থ শিব জৈসওয়াল। তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার মানুষ টিকা নিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, করোনার টিকাকরণ শুরু হওয়ার পাঁচ মাস পর ত্রিপুরায় ১০০ শতাংশ স্বাস্থ্য কর্মীর টিকার প্রথম ডোজ এবং ৭৩ শতাংশের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় ৪৫ বছর উর্দ্ধদের ৯৮ শতাংশের প্রথম ডোজ এবং ৪৭ শতাংশ নাগরিকের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, সারা দেশে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য কর্মী, সামনের সারির কর্মী এবং ৪৫ উর্দ্ধদের টিকাকরণে

শীর্ষ স্থানে রয়েছে। তাঁর দাবি, সামনের সারির কর্মীদের ১০০ শতাংশের প্রথম ডোজ এবং ৫৬ শতাংশ নাগরিকের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়ে গেছে। তাঁর মতে, স্বাস্থ্য কর্মী এবং সামনের সারির কর্মীদের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া আগামী কিছুদিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিলম্বের জন্য দ্বিতীয় ডোজে সময়ের ব্যবধান বেড়ে ৮৪ দিন হয়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় টিকার জন্য যোগ্য ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার অর্থাৎ ৯৮ শতাংশ নাগরিকের প্রথম ডোজ টিকাকরণ সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ডোজের ক্ষেত্রে ৪৭ শতাংশের ইতিমধ্যে টিকাকরণ হয়ে গেছে।

তিনি আজ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা এখন পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার টিকা সংগ্রহ করেছে। তার মধ্যে ২ লক্ষ ১০ হাজার ডোজ বর্তমানে মজুত রয়েছে। তাঁর দাবি, গত ২১ এবং ২২ জুন টিকাকরণের বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। তাতে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার বিভিন্ন বয়সের যোগ্যদের টিকাকরণ হয়েছে। এছাড়া, ইতিপূর্বে গত ২৪, ২৫ এবং ২৬ মার্চ টিকাকরণে বিশেষ অভিযানে ৪৫ উর্দ্ধ ২ লক্ষ ২৬ হাজার নাগরিকের টিকাকরণ হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, টিকাকরণে বিশেষ অভিযানে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ শতাংশ যোগ্য নাগরিকের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। তাতে, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬টি এবং সিপাহীজলা জেলায় ১টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।

লরির ধাক্কায় স্কুটি থেকে পড়ে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫জুন।। যান দুর্ঘটনায় আবারো মৃত্যু হলো এক উপজাতি রমণীর। উপজাতি রমণীর নাম শম্ভু লক্ষ্মী ত্রিপুরা , এই যান দুর্ঘটনাটি ঘটে সোনামুড়া যাত্রাপুর থানার তুইসিঙ্গাই এলাকায়। শম্ভু লক্ষ্মী ও ৪৮ বছর বয়সী আরেক জন মহিলা রেশন সামগ্রী নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে একটি বালি বোঝাই লড়ি তাদের স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারে।

সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শম্ভু লক্ষ্মী ত্রিপুরা সহ স্কুটিতে থাকা ৪৮ বছর বয়সী কমল কন্যা ত্রিপুরা নামে অপর মহিলা। তাদের উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে মাথার আঘাত ঘোরতর হওয়ায় শম্ভু লক্ষ্মী ত্রিপুরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। প্রায় প্রতিদিনই যান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫জুন।। পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ ৫ দফা দাবিতে আগরতলা মোটর স্ট্যান্ড পেট্রোল পাম্পের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে আমরা বাঙালি দল ।করোণা পরিস্থিতিতেও পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালি দল। দলের পক্ষ থেকে শুক্রবার আগরতলা পুরানো মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে ৫ দফা দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয় আমরা বাঙালি দলের কর্মী সমর্থকরা।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হয়ে দাবির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ,গত দুমাস ধরে পেট্রো পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ইতিপূর্বে এভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে মানুষ যখন করোনা মৃত্যু ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, অন্যদিকে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে।

কালোবাজারি অব্যাহত রয়েছে। জীবনদায়ী ওষুধের দাম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আমরা বাঙালি দল ।আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ ফান্ডের অন্তরালে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। রেশন শপের মাধ্যমে সব ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা এবং প্রতিটি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারকে আগামী ছয় মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ৮ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার জন্য দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৪৬ ◻ ২৬ জুন ২০২১ ইং ◻১১ আষাঢ় ◻ শনিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতি কঠিন সত্যের মুখোমুখি

এই কোভিড অতিমারি আমাদের এক নিদারুণ কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সত্যটি হইল আর্থিক অসাম্যের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। অসাম্য তো আগেও ছিল, এখনো আছে।কিন্তু বর্তমান অসাম্যের প্রকৃতি আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং অভূতপূর্ব। তবে একদম নতুন হয়তো বলা যায় না। এমন অসাম্যের বাড়াবাড়ি সাধারণত ঘটিয়া থাকে কোনও দুর্যোগের সময়েই। যেমন দুর্ভিক্ষে, বা রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িলে। অর্থাৎ, যখন এক ধাক্কায় বহু মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কাজটি করে না। কিন্তু তাহার মানে এই নয় যে, এটি প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অনিবার্য।

সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারি তথ্য থেকে জানা গিয়াছে যে, বিগত ২০২০-২১ অর্থবর্ষে জাতীয় আয়ের সঙ্কোচন হইয়াছে ৭.৩ শতাংশ। কিছুকাল আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাইয়াছিল, চলতি বছরে অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবর্ষে জাতীয় আয় ৯.৫ শতাংশ বাড়িবার সম্ভাবনা। এ দিকে দিনকয়েক আগে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানাইয়াছে যে, তাহাদের অনুমান, এই বছরে ভারতের জাতীয় আয় বাড়বে ৮.৩ শতাংশ, যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমান থেকে বেশ কিছুটা কম। তবু ৭.৩ শতাংশ সঙ্কোচনের পরের বছরেই ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস থেকে স্বাভাবিক ভাবে মনে হতেই পারে যে, অর্থনীতি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সরকারি ধারাভাষ্যও এই সম্ভাব্য পুনরুত্থান ঘিরিয়া যে আশাবাদ পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে, তাহার নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে চরম আর্থিক অসাম্যের আখ্যানটি।

জাতীয় আয়কে সব ভারতবাসীর আয়ের যোগফল হিসাবে দেখিলে অসাম্যের অঙ্কটা স্পষ্ট হয়। ধরা যাক, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জাতীয় আয় ছিল ১০০ টাকা। সেখান থেকে পরের বছর ৭.৩ শতাংশ কমিয়া হইল ৯২ টাকা ৭০ পয়সা। এ বছর সেখান থেকে যদি তা ৮.৩ শতাংশ বাড়ে, জাতীয় আয় হইবে ১০০ টাকা ৪০ পয়সা। অর্থাৎ, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জাতীয় আয় যাহা ছিল, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রায় তাহাই থাকিবে। এর মধ্যে দুইবছর কাটিয়া যাইবে। যেহেতু মুকেশ অম্বানী থেকে সরকারি বেতনভুক আধিকারিক-শিক্ষক-অধ্যাপক, এমন অনেকেরই আয় বাড়িয়াছে এবং বাড়িবে এই দুইবছরে, তাহা হইলে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, বহু মানুষের আয় কমিয়াছে এবং কমিবে। কারণ, সবার আয়ের যোগফলটা যে মোটামুটি একই থাকিতেছে।

আয়ের এই অদ্ভুত নির্মম পুনর্বণ্টন ঘটিয়া চলা, যাহা ঘটিতেছে বহু মানুষের আয় কমিয়া যাওয়া এবং অল্প কিছু মানুষের আয় ক্রমাগত বাড়িয়া যাওয়ার মধ্যে দিয়া, এটাই নতুন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন অসাম্য অভূতপূর্ব, অন্তত যখন থেকে ভারতীয় অর্থনীতি বৃদ্ধির মুখ দেখিতেছে। আর ক্রমবর্ধমান আয় পকেটে আসা সেই ভাগ্যবানদের সৌভাগ্যের বহরও ধাক্কা দেওয়ার মতো। গত বছর সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের জমার পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় ১৮৩ শতাংশ!

যখন বৃদ্ধির ছিল সুসময়, তখন পাঁচ, সাত, বা কখনও আট শতাংশ বাড়িয়াছে অর্থনীতি। তখন কি তাহা হইলে সকলেরই আয় বাড়িয়াছিল? বাড়য়াছিল কমবেশি অনেকের, সকলের নয় অবশ্যই। আর অসাম্যও বাড়য়াছিল, কারণ মধ্য-উচ্চ বা অতি-উচ্চ শ্রেণির আয় যে হারে বাড়িয়াছিল, নীচের দিকে ততটা বাড়িয়াছিল না। অসাম্যের প্রচলিত সূচক অনুসারে যদি দেখা যায় যে অসাম্য বাড়িয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উচ্চবিত্তের আয় যে হারে বাড়িয়াছে, নিম্নবিত্তের বাড়িয়াছে তাহার কম হারে। তাহা হইলে অসাম্য বাড়িলেও দারিদ্রের হার ধারাবাহিক ভাবে কমিবার কথা। তবে গত বছরের হিসেব সব উল্টেপাল্টে দিয়াছে। এর জন্যে কি অতিমারিকেই পুরোপুরি দায়ী করা যায়? অতিমারি আসলে যাহি করিয়াছে, তাহি হইল সমাজ-অর্থনীতির অন্তঃস্থলে যে অসাম্যের বসত, তাহাকেই আরও গভীর ও তীব্র করিয়া দেওয়া। তাই চলতি বছরের জাতীয় উৎপাদনের পুনরুত্থান বাস্তবায়িত ইলেও এই অসাম্যকে সামান্যই কমাইতে পারিবে যদি না বৈপ্লবিক পুনর্বণ্টনের কোনও নীতি গ্রহণ করা হয়।

সাঁতরাগাছিতে রেলকর্মীর ফ্ল্যাট লক্ষ্য করে গুলি, আতঙ্ক এলাকায়

হওড়া, ২৫ জুন (হি. স.) : হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে রেলকর্মীর ফ্ল্যাট লক্ষ্য করে গুলি চালল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সকালে ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও গুলি চালানোর ঘটনায় কেউ জখম হয়নি।

জানা গেছে, এস কে বেহরা নামে এক রেলকর্মীর ওই ফ্ল্যাটে বাস করে। এদিন সকালে ২-৩ জন দুষ্কৃতী বাইকে চড়ে রেলকর্মীর আবাসনের সামনে আসে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'রাউন্ড গুলি চালায় তারা। সকাল সাতটা নাগাদ আচমকা গুলির শব্দে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। তড়িঘড়ি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। তবে ততক্ষণে এলাকা ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, রেলের বরাত সংক্রান্ত অশান্তির জেরে গুলি চলেছে।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

উত্তর প্রদেশে পুকুরে পড়ে গেল গাড়ি, পরিবারের ৬ সদস্যের মৃত্যু

বলরামপুর, ২৫ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বলরামপুর জেলায় মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে, পুকুরে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। গাড়ির ভিতরে আটকে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৬ জন সদস্যের। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলরামপুর-তুলসীপুর রোডে। মৃতদের নাম-কৃষ্ণ কুমার সিং (৩৮), স্নেহলতা (৩৫), শাত্রহন কুমার (৩০), সৌম্য (১৮), লিলি (১৪) ও উৎকর্ষ (১২)। প্রত্যেকের বাড়ি গোন্ডা জেলার মানহানা গ্রামে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ মহারাজগঞ্জ তেরাই থানার অন্তর্গত লোখাভা গ্রামের কাছে উল্টে গিয়ে পুকুরে পড়ে যায় একটি গাড়ি। এদিনই উৎকর্ষের জন্মদিন ছিল, উৎকর্ষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেবী পাটান মন্দিরে যাচ্ছিলেন পরিবারের সকলে। একজন মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে যায় তাঁদের গাড়ি। ওই আরোহীও দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। গাড়ির ভিতরে আটকে থাকেন ৬ জন, স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় তাঁদের বাইরে বের করে আনা হয়। সৌম্য ও লিলিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের মৃত্যু হয়। জেলা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৬ জনকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে তাপমাত্রা, উত্তরের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৫ জুন (হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার রোদের দেখা মিলেছে। বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার এমনটাই পূর্বাভাস আবাহাওয়া দফতরের। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে চলবে বৃষ্টি।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা কম থাকবে। যার জেরে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করছে। তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় খুব বেশি বৃষ্টি না হলেও হুগলি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, মালদা, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রির কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার রাজ্যের আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। দু'এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রযুক্তি ও গোপনীয়তার কুয়াশা কেটে অনেকটাই স্পষ্ট কোভিড ভাইরাসের উৎপত্তি

শোভনলাল চক্রবর্তী

করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে গত মাসে আলোচনা নেহাত কম হয়নি। ভাইরারোলজিস্ট, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান লেখক, চিকিৎসক থেকে শুরু করে বহু সাধারণ মানুষ এই বাইরাসের উৎপত্তি বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মত দিয়েছেন, সেই সব মত নানা মাধ্যমে পাওয়া গেছে প্রধানত তিনটি মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। প্রথমত, এই ভাইরাস প্রাকৃতিক। প্রকৃতির এ এক নিদারুণ প্রতিশোধ, মানুষের প্রকৃতির প্রতি অবহেলার যোগ্য জবাবা। দ্বিতীয়ত, এই ভাইরাস কোনও এক পরীক্ষার ভুলক্রটির কারণে এনহাতই দুর্ঘটনা বশত ল্যাবরেটরির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তৃতীয়, এই ভাইরাস একটি জীববৈজ্ঞানিক অস্ত্র, যার সাহায্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাস করা হবে এবং এটা করটা বিরাট ষড়যন্ত্রে অংশ, যার সাহায্যে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করা হবে ওয়ান ওয়ার্ল্ডে, ওয়ান অর্ডার। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয় তা হল, যখন সাধারণ মানুষের সামনে কোনও ঘটনা ঘটার একাধিক ব্যাখ্যা থাকে তখন প্রবৃত্তিবশত মানুষ সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যাটিকে মেনে নেয়। এর একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আছে তাকে বলে ওখামের দরুন। এক্ষেত্রে মানুষ যে ব্যাখাটি মেনে নিয়েছিলেন, সেটি হল বাদুড় থেকে ভাইরাসটি উহানের ওয়েট মার্কেটের কোনও প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় সংক্রমনটি জুওনটিক, অর্থাৎ প্রাণী থেকে মানব দেহে সংক্রমিত। মানুষের মনে এই ধারণাটি বদ্ধ মূল হয়েছিল একাধিক কারণে। যার প্রথমটি হল, করোনা -১৯ ছড়িয়ে পড়ার শুরুতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-হু-এর পক্ষে যে আধিকারিক, চিকিৎসক দলটি চিনের উহানে গিয়ে এই ভাইরাসের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান, তাঁদের ক্লিন চিট। তাঁরা চিনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে ভাইরাসটি সম্পর্কে চিন যে বিশ্ববাসীকে আগাম সতর্ক করেছে, এবং ভাইরাসটি যাতে উহান প্রদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য তাঁরা যে সব ব্যবস্থা নিয়েচেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে এবং এর জন্য তাঁদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। প্রসঙ্গত এটা জানিয়ে রাখা দরকার যে উহানে অবস্থিত করেছে, এবং ভাইরাসটি যাতে উহান প্রদেশ থেকে চড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য তাঁরা যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে এবং এর জন্য তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। প্রসঙ্গত এটা জানিয়ে রাখা দরকার যে উহানে অবস্থিত উহান ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকেই এই ভাইরাসটির উৎপত্তি, এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে চিনা এবং হু দুই তরফেই প্রবলভাবে আপত্তি জানান, যে যাঁরা নিজেরমত করে চিন যেমন যে চক্ষুবিশারদ প্রথম সবাইকে ই-মেংল করে জানান যে একটি অজানা ভাইরাসের প্রকোপে উহানে প্রচুর মানুষ শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখে ভুগছেন এবং মারা যাচ্ছেন, তাঁকে পত্রপাট জেলে বন্দি করা হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তবে ওই ই-মেল প্রকাশ্যে আশায় চিন বাধ্য হয় করেনা-ভাইরাসের কথা স্বীকার করতে। সেই সময় হু পৃথিবীর ভাইরোলজিস্টদের অনুরোধ করেন এ ব্যাপারে কিছু জানাতে। সেই অনুরোধ লুফে নেন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাইরোলজিস্ট পিটার জেসড্যাগ। তিনিই উদ্যোগী হয়ে পৃথিবীর সব বড় বড় ভাইরালজিস্টকে সংযুক্ত একটি চিঠির বয়ান তৈরি করেন, এবং সেই চিঠি ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে

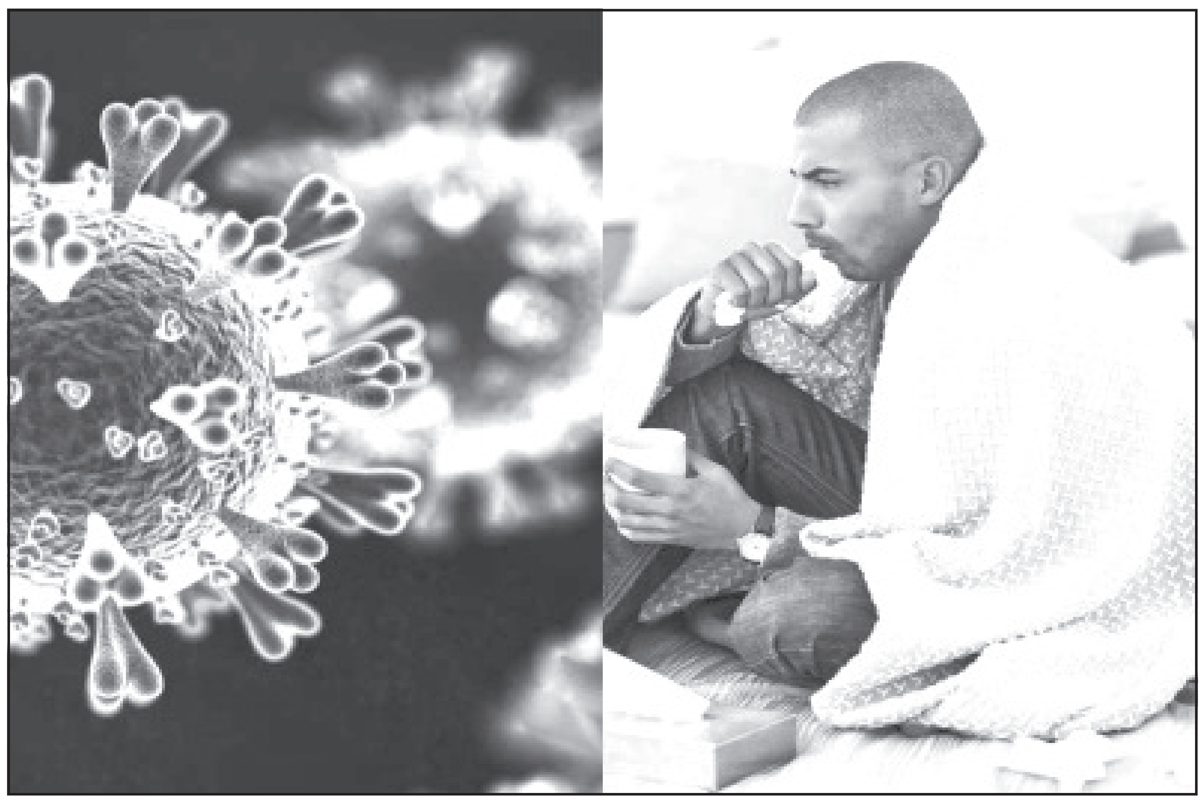

প্রকাশিত হয় ল্যানসেট পত্রিকায়। সেখানে স্পষ্ট ভাবে জানান হয় যে ভাইরাসটি প্রাকৃতিক এবং জুওনটিক। এর সঙ্গে উহানের ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিকে যুক্ত করে দেখার কোনও কারণ নেই। এর ঠিক পরেই ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ আমেরিকর আর এক বিখ্যাত ইমিউনোলজিস্ট ক্রিস্টিয়ান এন্ডারসন ও তাঁর সহ গবেষকদের লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয় নেচার পত্রিকায়, যেখানে তাঁরা স্পষ্ট করে জানান যে কোভিঢ-১৯ এর গঠনতন্ত্রই প্রমান করে যে এই ভাইরাসটি ল্যাবরেটরিজাত হতেই পারে না। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মনে প্রাকৃতিক ভাইরাস তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর আসতে শুরু করে হু-এর নানাবিধ সতর্ক বার্তা,যা অনেকসময় ছিল স্ববিরোধী। তবে বিজ্ঞান তো এই ভাবেই এগোয়, বুল করতে করতে সে নিজেকে শোধরায়। কিছুকাল পরে এল করোনা বায়ুবাহিত তার প্রমান, বিজ্ঞানী জেনেথ টুথেচ্ছি সেই কাজ করলেন। হু এরকপরই মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক, বলে ঘোষণা করেন। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু বাধা সাধল কয়েক সপ্তাহ আগে বিজ্ঞানের একেবারে ওপরের দিকে যারা ওপরে, এমন একটি পত্রিকা 'বুলেটিন অফ দ্য এইমিক সায়েনটিস্ট' পত্রিকায় নিকোলাস ওয়েড-এর একটি দীর্ঘ প্রায় রহস্য উপন্যাস-সম করোনা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। কিোলাস ওয়েড ২০১২ সাল নিউইয়র্ক টাইমসের বিজ্ঞান সম্পাদক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শেষ করেন। তাঁকে সারা বিশ্ব চেনে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার জনক হিসাবে। বর্তমানে নিকোলাসের বয়স ৮০, তিনি লেখেন খুব কম, কিন্তু যখন লেখেন তখন সারা বিশ্ব গোগ্রাসে গিলে ফেলে তাঁর লেখা। সাম্প্রতিক প্রবন্ধটিতে তিনি যে শুধু করোনার উৎস সন্ধান করেছেন তাইই নয় প্রায় পাকা যোয়েন্দার মত জোড়া দিয়েছেন করোনা সংক্রন্ত জিগ-স পাজেলের বিভিন্ন অংশগুলি যেগুলি জোড়া লাগিয়ে পাওয়া সম্ভব একটি স্পষ্ট ধারণা। নিকোলাস শুরুতেই একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন আজ যখন বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হয়েছে,তখন কোন প্রাণী থেকে কোভিড মানবদেহে সংক্রমিত হল, সেই প্রাণীটিকে আজ ১৫ মাস পরেও খুঁজে পাওয়া গেল না কেন? সার্স-১ এর ক্ষেত্রে ৪ মাসের মধ্যেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে বাদুড় থেকে সিভেট জাতীয় এক বন্য প্রাণী (যা দেখতে বেড়ালের চেয়ে একটু বড় এবং চিনেকা সিভেটের মাংস খান) থেকে এই সংক্রমণ মানুষের শরীরে এসেছে। মার্সের ক্ষেত্রে ৯ মাসের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল যে বাদুড় থেকে উঠের মাধ্যমে মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল যে বাদুড় থেকে উটের মাধ্যমে এই ভাইরাসটি মানুষকে সংক্রমিত করেছে। কিন্তু কোভিজের ক্ষেত্রে প্রাণীটি কি? এরপর তিনি লিকেছেন যে ভাইরাসটি প্রাকৃতিক? পিটার ডেসড্যাগ? (একটু স্মরণ করাই, ইনিউ সেই যিনি দলবদ্ধভাবে ল্যানসেটে পত্র পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন যে ভাইরাসটি প্রাকৃতিক) যিনি আমেরিকার ইকো হেলথ আলাইন্স-এর প্রেসিডেন্ট, যাঁদের অর্থে চলে উহান ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি। এতেই থেমে থাকেননি নিকোলাস, তিনি ডেসড্যাগের একটি ২০১৯-এর ৯ ডিসেম্বর তারিখের সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন যেখানে ডেসড্যাগ বলেছেন যে তাঁরা উহানে করোনা ভাইরাস ল্যাবরেটরিতে তৈরি করেছেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, এই ধরণের প্রযুক্তিগত সহায়তায় তৈরি ভাইরাস কতটা বিপদজনক, তখন ডেসড্যাগ এক লম্বা বক্তব্য পেশ করেন যার মূল প্রতিপাদ্য দুটি। এক, মানুষকে যদি প্রকৃতিকে জয় করতে হয় তবে একটু রিস্ক তো নিতেই হবে। দুই, যাঁরা অর্থ জোগাচ্ছেন তাঁদের একটা চাহিদা থাকে। এই ভাইরাসটি তাঁদের সার্সের কোনও দ্বিতীয় ঢেউ এলে সাহায্য করবে সবার আগে ভ্যাকসিন তৈরি করতে আজ যদি প্রমাণিত হয় ওই ল্যাবরেটরি থেকেই করোনা ছড়িয়েছে তবে সেটা ডেসড্যাগের জন্য মোটেই সুখের হবেনা। স্পষ্টতই ডেসড্যাগের স্বার্থ ছিল করোনা প্রাকৃতিক এটা প্রমাণ করার। ডেসড্যাগের পর নিকোলাস লিখেছেন এন্ডারসনকে নিয়ে, যে এন্ডারসন নেচার পত্রিকায় করোনার গঠনতন্ত্রের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে করোনা প্রাকৃতিক। এন্ডারসনের যুক্তি ছিল দুটি, প্রথমত মানুষ যদি তৈরি করত এই ভাইরাস তবে ওই ভাইরাসের যে তীরের মুখ (স্পাইক) তার মাপ আর কোষের মধ্যে যে খাঁদে এই তীরের মুখ ঢুকছে তার মাপ এক হোত। কিন্তু সেই মাপ আলাদা। দ্বিতীয়ত, এই ভাইরাস আরএনএ ভাইরাস, যা ক্ষণস্থায়ী হওয়ায়, ল্যাবরেটরিতে তৈরি সম্ভব নয়, ডিএনএ হলে তাও হতে পারত। এই দুটি যুক্তিকেই নির্মমভাবে খণ্ডন করেছেন নিকোলাস। তিনি লিখেছেন, এন্ডারসন প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, তাঁর কাজের ও মুখের দিকে টাকার থলে নিয়ে তাকিয়ে থাকেন ফার্মা কোম্পানিরা। এন্ডারসন একজন বিজ্ঞান মাফিয়ে, তাই তিনি ভাবছেন, তিনি যা বোঝাবেন, তাঁর বশংবদরা তাতেই সায় দেবেন। তা হয়ত দিতে পারেন তাঁরা, কিন্তু বিজ্ঞানের কোনও দায় নেই এন্ডারসনকে মেনে নেওয়ার। নিকোলাস পাল্টা লিখেছেন মানুষের তৈরি বলেই খাঁজেদর মাপের অমিল রয়েছে। কারণ প্রতিসাম্য (সিমেট্রি) প্রকৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এছাড়া এই তীরের মুখে যে দুটি প্রোটিন আছে, এর-১ এবং এস-২ তারা গিয়ে যে খাঁজে (ফুরিন ক্লিভেজ) পড়ে কোষের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে সেই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে ১৯৯২ সালে এবং ফুরিন ক্লিভেজ প্রাকৃতিক ভাইরাসে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং নতুন বা অজানা কিছুই নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে (আরএনএ-ডিএনএ) নিকোলাস লিখেছেন যে এন্ডারসন ডাহা মিথ্যা বলছেন। তিনি সব জানেন, জেনেশুনে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। এরপর যা লিখেছেন নিকোলাস তা বিস্ফোরক। তিনি লিখেছেন, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে হল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে প্রথম করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত পরীক্ষা করা হয়। আর আজ আরএনএ-কে ডিএনএ বা উল্টোটা করা কাট -পেস্ট প্রযুক্তিতে ছেলেখেলা। এই যে সারা দুনিয়াজুড়ে কোভিডের জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে নাক এবং গলা থেকে আরএনএ সংগ্রহ করে এনজাইমের মধ্যে ডিএনএ-তে রূপান্তর করে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় এনে দেখা হয় আর এন-এর পরিমাণ। বিগত বছর গুলোতে ১৯১৮-এণ ফ্লু নিয়ে বা পোলিও ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষায় এই আর এন এ -দি এন এ রূপান্তর করা হয়েছে। নিকোলাস আবেদন করেছেন বিজ্ঞানীরা অতঃপর মানুষকে ভুল বোঝানো বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে দেখুন যে উহানে যেখানে এই ভাইরাসের নতুন রূপ নিয়ে পরীক্ষা চলছিল, সেরকম একটি সর্বোচ্চ নিরাপত্তার (স্টেজ ফোর) ল্যাবরেটরি থেকে ভাইরাস বাইরে এলো কি করে। নিকোলাস যে বিজ্ঞানের দুনিয়ায় একটি বোমা ফেলেছেন বলাই বাহুল্য। এখন অনেকেই বলছেন তাঁরা ডেসড্যাগ বা এন্ডারসনকে চটাতে চাননি। তাই তাঁরা সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন কারণ ওই দুজনের হাতে প্রচুর প্রজেক্ট, প্রচুর গ্রান্ট। যাঁরা মুখ খুলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন করোনা বায়ুবাহিত প্রমান করেছিলেন যিনি, সেই জেনেথ টুথেচ্ছি। তিনি একাধিক টুইটে জানিয়েছেন এক্ষুনি এই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজ শুরু হোক। মুখ খুলেছেন চিনের সেই মহিলা বিজ্ঞানী হি জেঙ লি যাঁকে 'ব্যাড লেডি' বলে তকমা মেরে দিয়েছে সারা দুনিয়া। তিনি কার্যত নিকোলাসের সঙ্গে সহমত হয়ে জানিয়েছেন, কারুর ক্ষতি করার জন্য তিনি কিছু করেননি। নিকোলাসের সঙ্গে একশো শতাংশ সহমত হয়েছেন ১৯৭৫ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্যালটেকের ডেভিড ব্যালটিমোর। তিনি লিখেছেন নিকোলাস একটি যুগান্তকারী কাজ করেছেন। তিনি করোনা ভাইরাসের উপর থেকে তুলে দিলেন প্রযুক্তি ও গোপনীয়তার পর্দা। তিনি নিশ্চিয়রূপে জানিয়েছেন যে ভাইরাসের ভাইরাল সিকোয়েন্স-এ পুরিন ক্লিভেজ-এর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে করোনা -১৯ প্রকৃতির তৈরি নয়, কোনও ল্যাবরেটরিতে তৈরি। ডেভিড নব্বই দশকের গোড়ায় ভারতে এসেছিলেন। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, আগামী দিনের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে জীববিজ্ঞান, তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমরা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সে-ই সত্য, যা রচিবে তুমি?

রূপক বর্ধন রায়

'ঘনীকৃত তৈল' শীর্ষক প্রবন্ধে, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের ভাবনার তারতম্য বোঝাতে, রাজশেখর বসু লিখলেন,

'কবি লেখেন—তাল তমাল।
বিজ্ঞানী বলেন—ও দুই গাছে ঢের তফাৎ, বরং ঘাষ-বাঁশ লিখিতে পার।'

বাস। এক নিদারুণ তথ্যভিত্তিক, গুরুগম্বীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, তার হাস্যরসের নৈপুণ্যে পাঠকের কাছে সাবলীল হয়ে ধরা দিল। বাকি রাস্তা পাঠক নিজেই করে নেবেন। কেননা, তার ভয় কমেছে, বিজ্ঞান বিষয়ক বীতি ওই একটি বাক্যেই অনেকখানি জব্দ হয়েছে। সেই বিশ্বাসযোগ্যতার আধুনিক যুগে সংস্কৃতির আঙিনায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাকে ব্রাত্য করে রাখতে চায় কেন? সমস্যার মূলে কি শুধুই বিজ্ঞান-ভীতি? না কি হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ডের যুগে একটা আধুনিক জ্ঞানও প্রযুক্তিভিত্তিক ডিসকোর্সকে বিশদে পড়ে বুঝতে চেষ্টা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতপ্রজ্ঞ ধৈর্যের অভাব? সংস্কৃতি -আলোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক আন্তরিক আড্ডায় ওঁকে বলতে শুনেছিলাম, 'ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি' অর্থাৎ এই যে নলেজ ডোমেনের মধ্যে আর্ট ঢুকে পড়ছে, সেটাই সংস্কৃতির আধুনিকতা। এবং সেই সূত্রেই সাহিত্যে বিজ্ঞানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সঞ্জয়দা বললেন, '..বিজ্ঞান যদি রক্তের না ঢোকে তাহলে মুক্তি নেই।... সমস্যা হল আমরা এখনও .. ২০০ বছর আগের সায়েন্টিফিক মেজাজটা বুঝছি, আমরা কিছুতেই ১৯৫০-২০২০র টেম্পারটা বুঝছি না। এবং আমাদের বোঝার গবেষক হওয়ার সুবাদে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কথাগুলোর সঙ্গে সহমত হলেও এখানে অন্য একটা প্রশ্ন না তুললেই নয়।

মেঘনাদ সাহা-উত্তর যুগের বিজ্ঞানকর্মী অথবা গবেষক হিসাবে আমরা কি সত্যিই এক নির্দিষ্ট অতি-আধুনিক প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে ঘটে চলা ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণকে সহজ এবং সাবলীল ভাষায় পাঠক-মনে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা করে উঠতে পেরেছি? যদি করেও থাকি, পাঠক মননে তার দৃশ্যমান প্রভাব কতটা? আর না পারলে তা করার পদ্ধতিই বা কীৎ ১৯৫১ সালে বিরচিত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধে রাজশেখর লিখছেন---'বয়স্কদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বোধগম্য হয় না। জনসাধারণের জন্য যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরাও বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁদের লেকা জনপ্রিয় হবে না।' অর্থাৎ আমি বিজ্ঞানী, তাই আমি যা লিখি, তাজই স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্য এবং তা না বুঝে উঠতে পারা প্রকারান্তরে পাঠকের শিক্ষার অভাবকেই প্রতিপন্ন করে—এই ধারণা বর্জন করা প্রয়োজন। টিভি সঞ্চালকের কাছে দর্শক যেমন গুরুজন, এক বিজ্ঞান-লেখকের কাছে অবৈজ্ঞানিক পাঠকও তাই। কারণ, 'যা জানা নেই' তার প্রতি আগ্রহ এবং তাকে হাতের তালুর মতো বুঝতে পারার জন্য জরুরি ধৈর্য, শ্রম ও আনুষাঙ্গিক আবিষ্কারই সমস্ত গবেষণার মূলধন। পাঠক মননের সেই জায়গাটা ছুঁয়ে যাওয়াই লেখকের কাজ, কেবলই জ্ঞান বিতরণ নয়। ভাষার ব্যবহার আর একটি গুরুতর সমস্যা। প্রথমত, অনেকে ক্ষেত্রেই লেখার ধরন আড়ষ্ট থাকার ফলে সে লেখা পাঠকের কাছে সুলভ্য হয় না। আবার অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক শব্দের উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা অনুপলব্ধ হলে কী করণীয় সেটাও বোঝা দরকার। সে প্রসঙ্গে 'সুবুদ্ধিবিলাস' জানাচ্ছেন অনেক লেখক মনে করেন ইংরেজি শব্দের যে অর্থব্যপ্তি বাংলা প্রশিব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই, এজন্য অনেক সময় তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন। দরকার মতন বৈজ্ঞানিক শব্দ না পাওয়া গেলেও, যতদিন উপযুক্ত বাংলা শব্দ রচিত না হয়, ততদিন ইংরেজি শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভাল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালিখির সুযোগ হওয়ার সুবাদে একথা বুঝেছি যে, পাঠকের মনে একটি ধারণা বা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে দৃঢ় ও সহজলভ্য করতে চাওয়ার অভিপ্রায়ে অনেক সময়ই আমরা একই কথাকে বারবার বর্ণনা করি। পরে বুঝতে পারি যে ওই পুনরাবৃত্তি তাকে সমানে বিরক্ত করেছে। এমন ও হতে পারে যে এতে তার পাঠের ধারাবাহিকতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এদিকটা খেয়াল রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর, ভাবনা পদ্ধতির প্রশ্ন ওঠে। আমরা যারা গবেষণার বিবরণ কার্যপ্রণালী ও ফল দৈনন্দিন রিপোর্টে বা বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় প্রকাসের ক্ষেত্রে মূলত ইংরেজি ভাষারই ব্যবহার করে থাকি, বাংলায় তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় মূল ভাবনাটা মনে মনে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে তারপর খাতার পাতায় তুলি। এতে রচনার মান নষ্ট হয়। কাজেই নিয়মিত বাংলায় বিজ্ঞান-ভাবনা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সাবলীল বাংলায় কোনও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার (ইংরেজি অথবা বাংলা) ক্ষেত্রে, রচনায় তার প্রথম ব্যবহারের সময় ছোট করে একটি ব্যাখ্যা দিয়ে রাখা উচিত বলেই বলা হয়েছে রাজশেখর বসুর প্রবন্ধটিতে। আরও একটি নিদান চোখে পড়ে 'সম্পাদকের উচিত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ বিজ্ঞানে আমরা যাকে বলি পিয়ার রিভিউ প্রসেস যেখানে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী এক বিজ্ঞানী বাস্তব প্রমাণ সহ একটি প্রবন্ধ রচনা করলেও লেখাটি সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী অন্যান্য গবেষকের প্রশ্ন, কাটাছেঁড়া ও একাদিক সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তবে প্রকাশনার ছাড়পত্র পায়। এই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্পর্কিথ কার্যপ্রণালীর এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অক্সিজেন-রিপোর্ট নিয়ে খোঁচা সম্বিতের পাল্টা বিজেপিকে তোপ সিসোদিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অক্সিজেন চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্টের গঠন করা অক্সিজেন অডিট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে যা প্রয়োজন তার চেয়ে চারগুণ বেশি অক্সিজেন চেয়েছিল দিল্লি সরকার। এই অক্সিজেন-রিপোর্ট নিয়ে এবার দিল্লির সরকারকে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র। শুক্রবার সম্বিত বলেছেন, 'কোভিড যখন শীর্ষে ছিল সেই সময় অক্সিজেন নিয়ে রাজনীতি করেছেন কেজরিওয়াল, তা ভাবতেও অবাক লাগছে। খুবই নিম্নমানের রাজনীতি। অক্সিজেন অডিট কমিটির রিপোর্ট খুবই উদ্বেগজনক।'

পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে টপ দেগেছেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। মনীশ বলেছেন, 'বিজেপি নেতারা তথাকথিত রিপোর্টের কথা বলছেন, সে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় চারগুণ বেশি অক্সিজেন চেয়েছিল দিল্লি সরকার, সবটাই অতিরঞ্জিত। সুপ্রিম কোর্টের গঠন করা অক্সিজেন অডিট কমিটি এখনও কোনও রিপোর্ট অনুমোদন করেনি। আমি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, অক্সিজেন অডিট কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরিত রিপোর্ট সামনে আনুন।' উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে, দিল্লির একাধিক হাসপাতালে অক্সিজেনের হাহাকার পড়ে যায়। অক্সিজেনের অভাবে কয়েকটি হাসপাতালে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুও হয়। যা নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে দিল্লি সরকার ও কেন্দ্র। দিল্লি হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পরই কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির অক্সিজেন বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। এটা করতে গিয়ে অন্য রাজ্যগুলির বরাদ্দ কমাতে হয়েছিল। অডিট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেই সময় দিল্লিতে দৈনিক প্রায় ৩০০ মেট্রিক টন অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল, তবে দিল্লি সরকার চাহিদা বাড়িয়ে ১২০০ মেট্রিক টন করেছিল। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, দিল্লির অতিরিক্ত চাহিদার কারণে অন্য ১২টি রাজ্যে অক্সিজেনের মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

'আগে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা তারপর নির্বাচন', কাশ্মীর ইস্যুতে কেন্দ্রকে পালটা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : উপত্যকায় পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হোক, তারপর নির্বাচনের কথা ভাবা হোক। এমনটাই দাবি জানালেন কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। 'সঠিক সময়ে' কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর আশ্বাস দিলেও গতকালের সর্বদল বৈঠকে কেন্দ্রের তরফে বিরোধী নেতাদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সঠিক সময় এখনও আসেনি। বস্তুত, সরকার চাইছে, আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবেই জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচন হোক। উন্নয়নের কাজ শুরু হোক। তারপর পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর কথা ভাবা হবে। কিন্তু কেন্দ্রের এই অবস্থান এবার মানতে অস্বীকার করলেন কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকা সর্বদল বৈঠক প্রসঙ্গে শুক্রবার কংগ্রেস নেতা টুইটে বলেন,"গাড়িকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঘোড়ার কাজ। তেমনি সব রাজ্যেই নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে, শুধুমাত্র পৃথক রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধীনে ভোট হলেই সেই ভোট সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে। তাহলে সরকার কেন গাড়ি দিয়ে ঘোড়া টানানোর চেষ্টা করছে? অদ্ভুত!" চিদম্বরমের সাফ কথা, কংগ্রেস এবং কাশ্মীরের অন্যান্য দলের নেতাদের স্পষ্ট দাবি। তাঁরা আগে কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা, তারপর নির্বাচন চান।

সস্ত্রীক ট্রেনে চেপে কানপুর গেলেন রাষ্ট্রপতি, ৩-দিন থাকবেন সেখানেই

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): সস্ত্রীক ট্রেনে চেপে উত্তর প্রদেশের কানপুরে গেলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শুক্রবার সকালে দিল্লির সদফরজং রেল স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনে চেপে কানপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও তাঁর স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ। স্টেশনে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর স্ত্রীকে ছাড়তে আসেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল ও রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও সুনীত শর্মা। আগামী ৩ দিন কানপুরেই থাকবেন রাষ্ট্রপতি। প্রায় ১৮ মাস নিজের শহর কানপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রপতি। কানপুরে পৌঁছনোর পর রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাবেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রায় ১৫ বছর পর এই প্রথম ট্রেনে সফর করলেন একজন রাষ্ট্রপতি। এর আগে ২০০৬ সালে ট্রেনে সফর করেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম। আগামী ২৭ জুন কানপুর দেহাত জেলার পরাউঙ্খ গ্রামে, নিজের জন্মভিটেতে যাবেন রাষ্ট্রপতি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিপজ্জনক ড্রাইভিং! রবার্টকে জরিমানা দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জামাই এবং ব্যবসায়ী রবার্ট বঢরার নামে চালান কাটল দিল্লি পুলিশ। রবার্টকে জরিমানা করা হয়েছে। গত বুধবার সকালে নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির সুখদেব বিহার এলাকার অফিসে যাওয়ার সময় বিপজ্জনক গতিতে ছুটছিল রবার্টের গাড়ি। মোটর ভেহিক্যাল আইনের ১৮৪ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে রবার্টকে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, গত বুধবার সকালে নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির সুখদেব বিহার এলাকার অফিসে যাচ্ছিলেন রবার্ট। তখন বিপজ্জনক গতিতে ছুটছিল তাঁর গাড়ি, আচমকাই গাড়ির চালক ব্রেক কষেন। বারাপুল্লাহ ফ্লাইওভারের কাছে রবার্টের গাড়িতে একটি ট্যাক্সি ধাক্কা মারে। শুক্রবার ব্যবসায়ী রবার্ট বঢরা জানিয়েছেন, আমার গাড়ি ডান দিকে টার্ন নেওয়ার সময় নিজামুদ্দিনের কাছে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একজন ট্যাক্সি চালক পিছনে যেতে থাকেন। আমার গাড়ির চালক সঠিক সময়ে ব্রেক কষেছিলেন। আমি নিজেও গাড়ি চালাচ্ছিলাম না। পিছনের আসনে বসে ল্যাপটপে কাজ করছিলাম।

করোনা ভাইরাস : কঠোর লকডাউনে বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৫।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঊর্ধগতি রোধে আগামী সোমবার (২৮ জুন) থেকে সারাদেশে ৭ দিন কঠোর লকডাউন পালন করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

শুক্রবার (২৫ জুন) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার। তিনি জানান, এসময় জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব সরকারি-বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। এ নিয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধকল্পে আগামী সোমবার (২৮ জুন) থেকে ৭ দিন সারাদেশে 'কঠোর লকডাউন' পালন করা হবে। এসময় জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব সরকারি-বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। জরুরি পণ্যবাহী ছাড়া সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে যানবাহন শুধু চলাচল করতে পারবে। জরুরি কারণ ছাড়া বাড়ির বাইরে কেউ বের হতে পারবেন না। গণমাধ্যম এর আওতা বহির্ভূত থাকবে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আদেশ শনিবার (২৬ জুন) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা হবে বলে জানান সুরথ কুমার সরকার।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মো. শহিদুল্লাহ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়, সারাদেশে কমপক্ষে ১৪ দিন সম্পূর্ণ 'শাটডাউন' দেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিটি। বুধবার (২৩ জুন) দিনগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির ৩৮তম সভা থেকে এ সুপারিশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ৩৮তম সভায় দেশে কোভিড-১৯ রোগের সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা হয়। এতে আরও বলা হয়, কোভিড রোগের বিশেষ ডেলটা প্রজাতির সামাজিক সংক্রমণ চিহ্নিত হয়েছে ও দেশে ইতোমধ্যেই রোগের প্রকোপ অনেক বেড়েছে। এ প্রজাতির জীবাণুর সংক্রমণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে সারাদেশেই উচ্চ সংক্রমণ, পঞ্চাশোর্ধ জেলায় অতি উচ্চ সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য খণ্ড খণ্ডভাবে গৃহীত কর্মসূচির উপযোগিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য দেশ, বিশেষত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অভিজ্ঞতা কঠোর ব্যবস্থা ছাড়া এর বিস্তৃতি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। তাদের মতামত অনুযায়ী যে সব স্থানে পূর্ণ 'শাটডাউন' প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া ও জনগণের জীবনের ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সারাদেশে কমপক্ষে ১৪ দিন সম্পূর্ণ 'শাটডাউন' দেওয়ার সুপারিশ করছে। জরুরি সেবা ছাড়া যানবাহন, অফিস-আদালতসহ সবকিছু বন্ধ রাখা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করতে না পারলে আমাদের যত প্রস্তুতিই থাকুক না কেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অপ্রতুল হয়ে পড়বে।

পরামর্শক কমিটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য সভায় তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এ রোগ থেকে পূর্ণ মুক্তির জন্য ৮০ শতাংশের ঊর্ধে মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া প্রয়োজন। বিদেশ থেকে ভ্যাকসিন সংগ্রহ, লাইসেন্সের মাধ্যমে দেশে ভ্যাকসিন উৎপাদন করা ও নিজস্ব ভ্যাকসিন তৈরির জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গবেষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার প্রতি কমিটি পূর্ণ সমর্থন জানায়।

সস্ত্রীক ট্রেনে চেপে কানপুর গেলেন রাষ্ট্রপতি, ৩-দিন থাকবেন সেখানেই

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): সস্ত্রীক ট্রেনে চেপে উত্তর প্রদেশের কানপুরে গেলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শুক্রবার সকালে দিল্লির সদফরজং রেল স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনে চেপে কানপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও তাঁর স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ। স্টেশনে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর স্ত্রীকে ছাড়তে আসেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল ও রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও সুনীত শর্মা।

আগামী ৩ দিন কানপুরেই থাকবেন রাষ্ট্রপতি। প্রায় ১৮ মাস নিজের শহর কানপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রপতি। কানপুরে পৌঁছনোর পর রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাবেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রায় ১৫ বছর পর এই প্রথম ট্রেনে সফর করলেন একজন রাষ্ট্রপতি। এর আগে ২০০৬ সালে ট্রেনে সফর করেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম। আগামী ২৭ জুন কানপুর দেহাত জেলার পরাউঙ্খ গ্রামে, নিজের জন্মভিটেতে যাবেন রাষ্ট্রপতি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সোমবার থেকে বলবৎযোগ্য নয়া এসওপি শোনালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত

গুয়াহাটি, ২৫ জুন (হি.স.) : গোটা অসমে সার্বিকভাবে কোভিড পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। তবে কয়েকটি জেলা এবং অঞ্চলের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী সোমবার ২৮ জুন থেকে রবিবার ৪ জুলাই পর্যন্ত সাতদিনের জন্য বলবৎযোগ্য নয়া এসওপি ঘোষণা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত রাজ্যের সর্বশেষ কোভিড পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নয়া নীতি নির্দেশনা জারি করেছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে আলোচনা-সাপেক্ষে নয়া এসওপি তথা নীতি-নির্দেশনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করছেন। তিনি জানান, কামরূপ মেট্রো জেলার কোভিড পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হওয়ায় বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। পাশাপাশি কোভিড-কারফিউয়ের সময় শিথিল করে বিকেল ৪.০০টা থেকে পরেরদিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জারি থাকবে। এছাড়া কাছাড়, করিমগঞ্জ সহ অন্য জেলাগুলিতে পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী দুপুর ১২টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা থাকবে এবং কোভিড-কারফিউ জারি হবে ১.০০টা থেকে। এদিকে হাইলাকান্দি জেলায়ও বিকেল তিনটা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা থাকবে এবং বিকেল চারটা থেকে কোভিড-কারফিউ বলবৎ হবে। তাছাড়া আন্তঃরাজ্য যাতায়াত তথা পরিবহণও পূর্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। তিনি জানান, রাজ্যের হটস্পট এলাকার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪৭-। এছাড়া ৪,৫৮১টি এলাকায় তীক্ষ্ণ নজর রাখবে স্বাস্থ্য দফতর। এছাড়া বিশ্বনাথ, গোয়ালপাড়া ও মরিগাঁও জেলা এবং গোলাঘাট জেলার বোকাখাত মহকুমা সম্পূর্ণ কনটেনমেন্ট জোন হবে। এই সব জেলা ও মহকুমায় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কেবল মুদি দোকান থেকে অত্যাবশ্যক সামগ্রী কিনতে পারবেন জনসাধারণ। মুদি দোকানেই মানুষের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে শাক-সবজি বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, টিকাকরণের জন্য আগামী ১ জুলাই থেকে প্রতি দিন কেন্দ্রীয় সরকার দেড় লক্ষের বেশি ভ্যাকসিন পাঠাবে। তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং শিশুদের সঙ্গে জড়িত সকল কর্মচারীকে ভ্যাকসিন প্রদান করতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা ব্যবস্থা করবেন। ভ্যাকসিন না নিলে বেতন দেওয়া হবে না। এছাড়া, ইতিমধ্যে দুই ডোজ ভ্যাকসিন-প্রাপ্ত সব সরকারি কর্মচারীকে কার্যালয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। তবে গর্ভবতী মহিলা, পাঁচ বছরের নীচে যে সকল মহিলার শিশুসন্তান রয়েছে তাঁরা এবং দিব্যাঙ্গ কর্মচারীরা বাড়ি থেকেই কাজ করতে পারবেন, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত।

ভারত কেশরী-স্মরণ করিমগঞ্জ বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : ভারতকেশরী ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি ও ড় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবন এবং গ্রন্থাগার ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে করিমগঞ্জ "শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবন"-এ উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শুক্রবার বিজেপি জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীবৃন্দ অংশ নিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্যন নিবেদন করেন।

প্রারম্ভে ড় শ্যা মাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। এর পর জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক ড় সুখেন্দুশেখর দত্ত। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ও আদর্শ তুলে ধরেন। তার পর বক্তব্য পেশ করেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসি-র অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে একজন ভারতীয় পণ্ডিত ও বিশিষ্ট রাষ্ট্রবাদী নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন। জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসংঘ গঠনে ড় শ্যা মাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান অনস্বীকার্য। জনসংঘেরর পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধেও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন সুব্রত।

তিনি বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫ (এ) অনুচ্ছেদ বাতিল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে যোগ্য সম্মান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকের এই আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলা তফশিলি জাতি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি রবীন্দ্র দেব, সাধারণ সম্পাদকদ্বয় নির্মল বণিক ও দিলীপ দাস, অজয় ভট্টাচার্য, জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল সহ দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। শেষে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে আলোচনা সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন জেলা বিজেপি মুখপাত্র নিশিকান্ত ভট্টাচার্য।

নারদ মামলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতার হলফনামা জমা নেওয়ার জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

কলকাতা, ২৫ জুন (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা সুপ্রিম কোর্টে নারদ মামলার হলফনামা জমা দেওয়ার মামলা আবারও ফিরল হাইকোর্টে। হাইকোর্টকে হলফনামা জমার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২৯ জুন মামলার শুনানির কথা। গত ৯ জুন অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির সওয়ালের মাঝখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার আবেদন জানান আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী। কিন্তু, আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। নারদ মামলায় আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে পার্টি হিসেবে যুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে আলাদা ভাবে হলফনামা জমা দেওয়া হয়নি। শুনানির প্রায় ১৫ দিনের শেষে ৯ জুন হলফনামা জমা দিতে গেলে তা খারিজ হয়ে যায়। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল এবং বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তখন জানিয়েছিলেন, এক পক্ষের সওয়াল শেষে নতুন করে হলফনামা নিলে তার উপর ফের আলোচনা হবে। তাই তখন মুখ্যমন্ত্রীর হলফনামা জমা নেওয়া হল না। এরপরই হাই কোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন মমতা। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সেই হলফনাম জমা নিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টকে। আগামী ২৯ জুন নারদ মামলার শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে ২৮ জুন হলফনামা জমা দেওয়ার আবেদন করতে পারবেন মমতা।

ডিমা হাসাও জেলার চারটি এলাকা করোনার হটস্পট হিসেবে ঘোষিত

হাফলং (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে রেড ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের যে ১৫টি জেলায় করোনার সংক্রমণ এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি স্বাস্থ্য দফতর সেগুলোকে রেড ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে ঘোষণা করেছে।

রেড ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে ঘোষিত ১৫টি জেলার মধ্যে ডিমা হাসাও রয়েছে নবম স্থানে। গত এক সপ্তাহে ডিমা হাসাও জেলায় পজিটিভিটির হার ২.৭০ শতাংশের মধ্যে। ডিমা হাসাও জেলার চারটি স্থানকে করোনার হটস্পট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই চারটি স্থান হচ্ছে হাফলং শহরের পার্শ্ববর্তী মলহয় গ্রাম, নতুন বস্তি, কানাই বস্তি ও হাফলং সরকারি বাগানে অবস্থিত আসাম রাইফেলসের হেড কোয়ার্টার। এই চারটি স্থানে করোনার সংক্রমণ বেশি। তাই চারটি স্থানে এবার কঠোর নিয়ম-নীতি জারি হতে পারে। চারটি স্থানকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবেও ঘোষণা করা হতে পারে।

আজ শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই ১৫টি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেছেন। ১৫টি রেড ডিস্ট্রিক্টে কোভিড নিয়ন্ত্রণে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি এ নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার এই ১৫টি জেলার জন্য নতুন এসওপি জারি করার কথা। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,২৬৬ জন। শুক্রবার ডিমা হাসাওয়ে নতুন করে ২৫ জন লোক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল পাহাড়ি জেলায় পজিটিভিটির হার ৪.৯০ শতাংশ ছিল। করোনার বর্ধিত প্রতিষেধক প্রদানের জন্য ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড পরীক্ষা কমে যাওয়ায় আক্রান্তের হার কিছুটা কম। কিন্তু তার পরও প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন স্থানে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন ২০ থেকে ২৫ জন করে মানুষ। পাহাড়ি এই জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে আক্রান্তের পজিটিভিটির হার গত এক সপ্তাহে ২.৭০ শতাংশ। তাই ডিমা হাসাও জেলাকে রেড ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ১৮ জনের। এর মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে জেলার সরকারি হাসপাতালে এবং পোস্ট কোভিডে হাফলঙের বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে একজনের। বাকি পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে গুয়াহাটিতে। ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৭৯৭ জন। বর্তমানে জেলায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪২১-।

এর মধ্যে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ৬৪ জন রোগীর চিকিৎসা চলার পাশাপাশি কোভিড কেয়ার সেন্টারে রয়েছেন আটজন রোগী এবং হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৩৪৯ জন।

শোপিয়ানে এনকাউন্টারে নিকেশ জঙ্গি, তাঙধারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ

শ্রীনগর, ২৫ জুন (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। এবার জম্মু ও কাশ্মীরে শোপিয়ান জেলায় এনকাউন্টারে খতম হয়েছে একজন জঙ্গি। শোপিয়ান জেলার হাঞ্জিপোরা এলাকার ঘটনা। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। এখনও অভিযান জারি রয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার হাঞ্জিপোরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী, সেই খবর পাওয়ার পর শুক্রবার দুপুরের পর থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সুরক্ষা বাহিনীর উপস্থিতি বুঝতে পারা মাত্রই জঙ্গিরা গুলি চালায়। যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেন জওয়ানরা। বেশ কয়েকঘন্টার গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। এখনও গুলির লড়াই চলছে।

অন্যদিকে, এদিনই অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভেস্তে দিল কুপওয়ারা পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিএসএফ। সেনাবাহিনীর ৭ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, বিএসএফ-এর ৮৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ন ও কুপওয়ারা পুলিচের যৌথ অভিযানে তাঙধার এলাকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভেস্তে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে অনুপ্রবেশকারীদের ফেলে পালিয়ে যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদক।

দৈনিক মৃত্যু ২-হাজারের বেশিই, সংক্রমণ অনেকটাই কমে এল ব্রাজিলে

রিও ডি জেনেইরো, ২৫ জুন (হি.স.): ব্রাজিলে অনেকটাই কমে এল কোভিডে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ২-হাজারের বেশিই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ২,০৪২ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৯ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২ হাজার ৭০৫ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,২৪৩,৪৮৩ জন। সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই আগের দিনের তুলনায় কম ব্রাজিলে।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে অনেকটাই কমেছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭২,৭০৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৮, ২৪৩,৪৮৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,০৪২ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৯ হাজার ২৮২ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৬, ৫১১,৭০১ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,২২২,৫০০ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৩ মাসে ৪ কোটি টাকা বার মালিকেরা দিয়েছে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, ইডির চাঞ্চল্যকর তথ্য

মুম্বই, ২৫ জুন (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের মামলায় নতুন অনুসন্ধানের জন্য নাগপুরের দেশমুখের বাসভবন সহ চারটি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। বার মালিকদের নগদ অর্থ দেওয়ার তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেশমুখের ব্যক্তিগত সহকারী কুন্দন শিন্ডে এবং ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীব পলান্দীর বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি। এই মামলায় ১০টিরও বেশি বার মালিকদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মুকেশ অম্বানীর বাড়ির সামনে থেকে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্চে পুলিশ কমিশনার পদ থেকে পরমবীর সিংকে সরিয়ে দেওয়ার পরই উ আর্থিক তছরূপের বিষয়ে অনিল দেশমুখের নাম প্রকাশ্যে আনেন পুলিশ কর্তা। শুক্রবার সকালে অনিল দেশমুখের নাগপুরের বাড়িতে যায় ইডি আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস মুম্বইয়ের ১০টি বার মালিকেরা চার কোটি টাকা করে দিয়েছে অনিল দেশমুখকে। প্রসঙ্গত, অ্যান্টিলিয়া কাণ্ডে ধৃত পুলিশ অফিসার সচিন ভাজে এবং এসিপি সঞ্জয় পাটিলকে প্রতিমাসে ১০০ কোটি টাকা তোলাবাজির লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ, চিঠিতে এমনটাই উল্লেখ করে তা উদ্ধব ঠাকরের কাছে পাঠান পরমবীর সিং। এর পর সিবিআইয়ের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি মামলা দায়ের করে। আর্থিক তছরূপ ছাড়াও মুম্বই পুলিশে স্থানান্তর ও পোস্টিংগুলিকেও প্রভাবিত করতেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন অভিযোগও উঠেছে।

মিয়ামি সৈকতের কাছে ভাঙল সমুদ্রমুখী আবাসন, খোঁজ নেই বহু মানুষের

ফ্লোরিডা, ২৫ জুন (হি.স.): ফ্লোরিডায় মিয়ামি সৈকতের কাছে সমুদ্রমুখী ১২-তলা আবাসিক বহুতল ভেঙে প্রাণ হারালেন একজন। এছাড়াও খোঁজ নেই কমপক্ষে ৯৯ জনের। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে ভোরের মধ্যে মিয়ামির উত্তরে, সার্ফসাইড টাউনে সৈকতের কাছে ভেঙে পড়ে ১২-তলা একটি আবাসিক বহুতল। ৪০ বছরের পুরানো ওই বহুতলের ভগ্নাবশেষে উদ্ধারকাজ চালিয়ে এখনও পর্যন্ত একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, খোঁজ নেই কমপক্ষে ৯৯ জনের। বৃহস্পতিবার ভোররাতে যে সময় বহুতলটি ভেঙে পড়ে তখন আবাসিকরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকাই বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে বহুতলটি। সেই সময় বহুতলে মোট কতজন ছিলেন, তা স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও মনে করা হচ্ছে ১০২ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৯৯ জন নিখোঁজ। মিয়ামি-ডাডের মেয়র ড্যানিয়েল লেভিন-কাভা জানিয়েছেন, ওই বিল্ডিংয়ে কমপক্ষে ১০২ জন ছিলেন। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে।

ভোট-পরবর্তী হিংসাত্মক পরিস্থিতির প্রতিবাদে মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই একুশের বিধানসভা ভোট পালিত হয়। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে বিধানসভা ভোটের ফল। ফল বলছে, ফের ক্ষমতায় তৃণমূল সরকার। কিন্তু অপর দিকে ক্রমাগত তৃণমূল-বিজেপি তরজা তুঙ্গে।এরই মাঝে শুক্রবার ভোট-পরবর্তী হিংসাত্মক পরিস্থিতির প্রতিবাদে মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির মিছিল। করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। বর্তমানে সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু এরই মাঝে ফের প্রতিবাদে পথে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ ভোট মিটতেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে হিংসার পরিস্থিতি। আর তারই প্রতিবাদে এদিন মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির তরফে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বিজেপির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়।মুরলীধর সেন লেন থেকে মিছিল করে বিজেপির মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চার নেতা-কর্মীরা বেরোয়। কিন্তু মিছিল নিয়ে বেরোতেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকাতেই রাস্তায় বসে প্রতিবাদ দেখাবে শুরু করে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল , বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

করোনার টিকা নেওয়ার পরে কি ব্যায়াম বন্ধ? আবার কবে শুরু করা যাবে?

টিকা নেওয়ার পরে কি আর নিয়মিত শরীরচর্চা করা যাবে না? ব্যায়ামের ফলে কি বেড়ে যেতে পারে টিকার পার্শপ্রতিক্রিয়া? এমন প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। কিন্তু এই প্রশ্নের পিছনে কি আদৌ কোনও যুক্তি আছে? কী বলছেন চিকিতসকেরা?

হালে প্রিতম মুন নামের মুম্বইয়ের এক চিকিতসক সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর কাছে বহু মানুষ জানতে চাইছেন এই প্রশ্নের উত্তর। এমন প্রশ্নও করছেন, যদি টিকা নেওয়ার পর শরীরচর্চা বন্ধ করতে হয়, তা হলে আবার কবে আগের নিয়মে ফিরে যেতে পারবেন?

টিকার সঙ্গে ব্যায়াম বা অন্য শরীরচর্চার কোনও বৈরিতা নেই। এমনটাই মত চিকিতসক সুবর্ণ গোস্বামীর। ""এখনও পর্যন্ত এমন কোনও উদাহরণ পাওয়া যায়নি, যেখানে টিকার কারণে ব্যায়ামে সমস্যা হচ্ছে। নিয়মমাফিকই শরীরচর্চা চলতে পারে। এই নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা রাখা উচিত নয়,"" এমনই মত তাঁর।

শরীরচর্চার ফলে রোগপ্রতিরোধ শক্তি বাড়ে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম বা অন্য ধরনের শরীরচর্চা করে গেলে লাভই হবে। এমনই মত চিকিতসকদের। তবে কারও যদি টিকার পার্শপ্রতিক্রিয়ার কারণে গায়ে-হাতে-পায়ে খুব ব্যথা হয়, ১-২ দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার নিয়মমাফিক ব্যায়াম শুরু করা যেতে পারে, এমনই বলছেন চিকিতসকেরা।

টিকার পার্শপ্রতিক্রিয়া শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের কারণে বেড়ে যায় এটা ভুল কথা। বরং উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি,"" বলছেন সুবর্ণ। তাই শরীরচর্চায় ছেদ নয়, বরং টিকার নেওয়ার সময় নিয়মিত ব্যায়াম করে যাওয়াই লাভের এমনই মত তাঁর।

টার্কি বার্গার

খবরঅনলাইন ডেস্ক: নতুন বছরে ভালোমন্দ খাওয়া কোনো নতুন কথা নয়। সেই ভালোমন্দের তালিকায় থাকে দেশি বিদেশি বিভিন্ন পদ। এই নিউইয়ারে রইল টার্কি বার্গারের একটি সুন্দর রেসিপি। বানিয়ে দেখুন কেমন খেতে। উপকরণ স্যান্ডউইচ ব্রেড ২টো স্লাইস, টার্কি ব্রেস্ট ১ পাউন্ড, বান লাগবে। লো ফ্যাট মেয়োনিজ ২ টেবিল চামচ, সাওয়ার ক্রিম ১/৪ কাপ, লেবুর রস ১ চা চামচ, পেঁয়াজকলি কুচি দেড় টেবিল চামচ, লেবুর খোসাকুচি ১/২ চা চামচ, নুন ১ চিমটে, গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদ মতো। প্রণালী প্রথমে বার্গার ব্রেড মুচমুচে করে সেঁকে গুঁড়ো করে একটা বড়ো বাটিতে রাখুন। এ বার মাশরুম টার্কি, ডিম, গোটা সরষে, সরষে শাক, নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো মেশান। পটেটো ম্যাশার দিয়ে ভালো করে মেশান। ভেজা হাতে এই মিশ্রণ দিয়ে ৬টা চ্যাপটা প্যাটি তৈরি করুন। গ্রিল র‍্যাকে তেল দিয়ে গ্রিজ করে নিন। ১ চা চামচ তেল প্যাটিগুলোতে মাখান। দুই পিঠ ৫ মিনিট করে গ্রিল করুন।

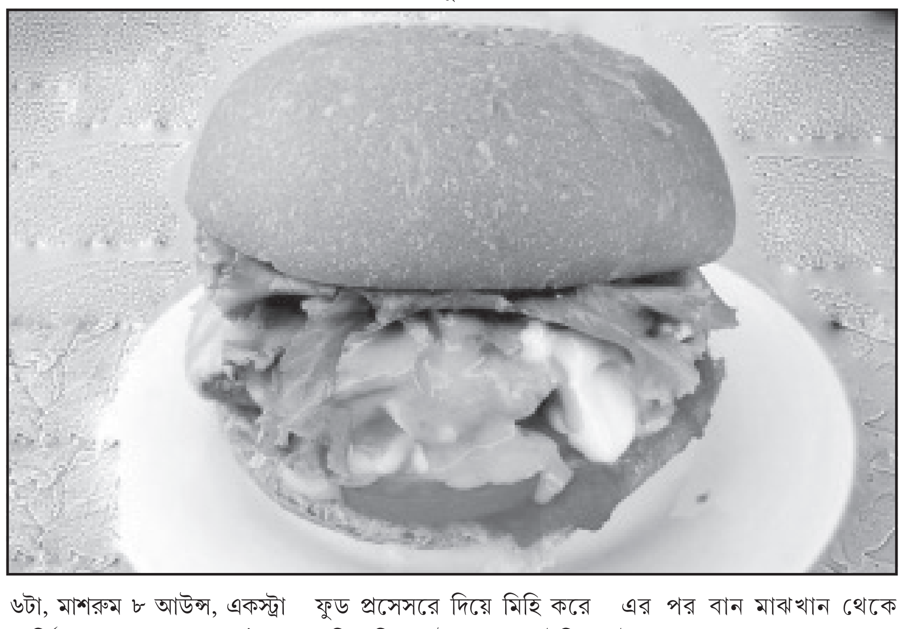

৬টা, মাশরুম ৮ আউন্স, একস্ট্রা ভার্জিন তেল ৩ চা চামচ, পেঁয়াজ ১টা মাঝারি কুচি করে কাটা, রসুন ২ কোয়া থেঁতো করা, ডিম ১টা বড়ো মাপের সামান্য ফেটানো, সরষে শাককুচি ৩ টেবিল চামচ, গোটা সরষে দেড় টেবিল চামচ, নুন ১/২ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, লেটুস পাতা ৬টা, টমেটো ৬টা স্লাইস করা।সঙ্গে লাগবে লেমন মেয়োনিজ। বানানোর জন্য ফুড প্রসেসরে দিয়ে মিহি করে কুচিয়ে নিন। ফ্রাইং প্যানে ২ টেবিল চামচ তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে গরম করুন। তাতে পেঁয়াজ, রসুন ও মাশরুম দিয়ে ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। নরম হয়ে এলে নামিয়ে ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে ঠান্ডা করে নিন। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গ্রিল মাঝারি আঁচে প্রি-হিট নিন।

এ বার মাশরুম মিশ্রণের সঙ্গে এর পর বান মাঝখান থেকে টুকরো করে ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড গ্রিল করুন। বাকি রইল সাজানো। বানের ওপর বার্গার দিয়ে মেয়োনিজ, লেটুস ও টমেটো দিয়ে সাজিয়ে নিন। ওপর দিয়ে বান চাপা দিন। সাওয়ার ক্রিম, মেয়োনিজ, লেবুর রস, পেঁয়াজ কলি কুচি, লেবুর খোসা, নুন ও গোলমরিচ এক সঙ্গে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন।

মানসিক রোগের সাথে ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের সম্পর্ক আছে?

সৃষ্টিশীলতা আছে দেবতারকাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ'। গ্রিক দেবতাদের রাজা -দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো 'মিউজেস'। সৃষ্টিশীলতা আসে দেবতার কাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীণ গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ'। গ্রিক দেবতাদের রাজা দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো মিউজেস'। এমনকি আঠারো শতকেও মনে করা হতো নিজে থেকে কেউ সৃস্টিশীল হতে পারে না। সৃষ্টিশীলতা এমন এক গুণ যা কারো কারোই থাকে, সবার থাকে না। এমনকি এটাও মনে করা হতো যে বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার এসব মানসিক অসুস্ততার সাথে সৃষ্টিশীলতার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। চিত্রশিল্পী, লেখক, কবি, গায়ক , নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী , অভিয়নশিল্পী, ইত্যাদি সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক রোগে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি।সাইকোলজিস্ট জে ফিলিপ রাশটন পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার সাথে বুদ্ধি ও বিভিন্ন মুড ডিজঅর্ডারের সম্পর্ক আছে। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার, ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার ৩ লাখ লোক আর তাদের রিলেটিভের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলের ডিজঅর্ডার আছে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বেশি। তাদের ভাইবোনদের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ কাজ করার ঝোঁক বেশি। তবে যারা ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার তাদের মধ্যে এরকম কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

রথযাত্রা স্পেশ্যাল: আলুর পাঁপড়

রথযাত্রা মানেই পাঁপড়ভাজা। আজকাল নানান রকমের পাঁপড় বাজারে পাওয়া যায়। তবে বাজার থেকে কিনে খাওয়ার থেকে এই বিশেষ দিনটিতে যদি পাঁপড় বাড়িতে বানিয়ে খাওয়া যায় তা হলে তার স্বাদ আর আনন্দ, দু'টিই অনেক বেড়ে যায়। তাই রথযাত্রা স্পেশ্যাল হিসাবে রইল বাড়িতে পাঁপড় বানানোর পদ্ধতি।

প্রথমেই উপকরণ - ৫০০ গ্রাম আলু, অল্প পরিমাণ ময়দা, স্বাদমতো নুন, লঙ্কা গুঁড়ো সামান্য পরিমাণ অথবা গোলমরিচ গুঁড়ো, কালো জিরে, তেল। এ বার পদ্ধতি - প্রথমেই আলুগুলি সেদ্ধ করে নিতে হবে। সেদ্ধ আলুর খোলা ছাড়িয়ে নিতে হবে। এর পর আলুসেদ্ধ মাখার মতো করে চটকে মেখে নিতে হবে। আলুতে নুন, লঙ্কা গুঁড়ো অথবা গোলমরিচ গুঁড়ো, কালো জিরে এবং সামান্য ময়দা দিয়ে মাখতে হবে। সামান্য আটাও দেওয়া যায়। তাতে বেশ আঠালো হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে মণ্ডটি খুব শক্ত বা খুব নরম যেন না হয়।

এর পর হাতের তালুতে সামান্য তেল মেখে নিতে হবে। তার পর আলুর মণ্ড থেকে ছোটো ছোটো বলের আকারের লেচি কেটে রাখতে হবে। তার পরই আসল কাজ, তা হল নেচির বলগুলিকে বেলে পাঁপড় বানানো। তার জন্য ফয়েল বা পলিথিন ব্যবহার করা যেতে পারে। চাকির ওপর ফয়েল বা পলিথিন পেতে নিন। তার পর সামান্য তেল মাখিয়ে নিন। তবে লক্ষ করতে হবে যেন অতিরিক্ত তেল না হয়ে যায়। তার পর একটি বল নিয়ে তার ওপর আরও একটি তেল মাখানো ফয়েল বা পলিথিন চাপা দিয়ে হাতের তালুর চাপে তা চ্যাপটা করে নিতে হবে। তার পর বেলুন দিয়ে বেলে পাতলা লুচির মতো করে ফেলতে হবে। তবে এই লুচিগুলি খুবই পাতলা করে বেলতে হবে। যতটা সম্ভব। এই ভাবে সব ক'টি পাঁপড় বেলে নিতে হবে।

বেলার কাজ শেষ। এই বার শোকানোর পালা। তার জন্য রোদে দিতে হবে পাঁপড়গুলিকে। রোদে দেওয়ার সময় বড়ো থালা বা পলিথিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে অবশ্যই সামান্য তেল মাখিয়ে নিতে হবে যাতে করে আটকে না যায়। তার ওপর বেলাগুলি দিয়ে শুকোতে হবে। বেশ মড়মড়ে হয়ে দুই পিঠ শুকিয়ে গেলে তুলে রাখতে হবে।

তার পর গরম তেলে বাড়িতে বানানো পাঁপড় মুচমুচে করে ভেজে পরিবেশন করতে হবে। ব্যাস জমে যাবে রথযাত্রার খাওয়া দাওয়া।

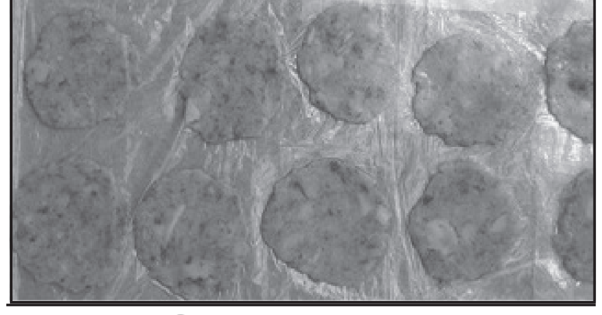

পানীয় মশলা দুধ

. সন্ধ্যায় গরম গরম পানীয় খাওয়ার আমেজই আলাদা। সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়েই চা বা কফিই খাওয়া হয়। কিন্তু এই একঘেয়েমি কাটিয়ে যদি নতুন কিছু পান করা যায় তা হলে কেমন হয়? মন্দ হয় না। তাই না?

তা হলে বানিয়ে ফেলা যাক শীতের নতুন গরম পানীয় সুস্বাদু মশলা দুধ।

উপকরণ বড়ো গ্লাসের ১ গ্লাস দুধ, ৩ টেবিল চামচ চিনি বা স্বাদমতো চিনির বিকল্প, ১ চিমটে হলুদগুঁড়ো, ৮টা কাজুবাদাম, ৮টা পেস্তাবাদাম, ৮টা আমন্ড বাদাম, ২টো লবঙ্গ, ২টো ছোটো এলাচ, ১টা বড়ো এলাচ, ১ চিমটে জাফরান, সামান্য দারচিনি, ধুয়ে রাখা কিশমিশ ৬টি, পরিষ্কার করে ধোয়া গোলাপের পাপড়ি ৪-৫টি। প্রণালী ২টি করে কাজু, আমন্ড, পেস্তা কুচি করে কেটে রাখুন। বাকি আমন্ড, কাজু, পেস্তা বাদাম গরম জলে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। আমন্ডের খোসা ছাড়িয়ে নিন। এর পর সব ক"টি বাদাম হালকা করে পেস্ট করে নিন। পাত্রে দুধ গরম করুন। এলাচ, লবঙ্গ ও দারচিনি হালকা থেঁতো করে গরম দুধে দিন। ১০ মিনিট কম আঁচে দুধ ফোটান। এর পর এলাচ, লবঙ্গ ও দারচিনি দুধ থেকে তুলে নিন। ওই দুধে এ বারে বাদামবাটাটা দিন। এ বার ভালো করে নাড়তে থাকুন ও ফোটান। এর পরে চিনি, হলুদগুঁড়ো দিয়ে মেশান। শেষে জাফরান দিয়ে আরও ৫ মিনিট ফোটান ও নাড়তে থাকুন। এর পর দুধ একটু ঘনে হয়ে আসবে। দুধটি নামিয়ে গেলাসে ঢেলে ওপর দিয়ে কুচি করে কেটে রাখা বাদাম, কিশমিশ ও পরিষ্কার করে ধোয়া গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। মশলা দুধ গরম খেতে খুবই ভালো লাগে, তবে কেউ চাইলে তা ঠান্ডাও খেতে পারেন।

রিকটা চিজ দিয়ে লাচ্ছা সেমাই

পনির আর ঘিয়ের মিশ্রণে ভিন্ন স্বাদের সেমাই রান্না করুন ডা. রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখারের রেসিপিতে উপকরণ: লাচ্ছা সেমাই ১০০ গ্রাম। চিনি ১ টেবিল-চামচ। কনডেন্সমিল্ক আধা কাপ। ঘি ১ টেবিল-চামচ। লাল রং সামান্য। এলাচি গুঁড়া সামান্য। গোলাপ জল ১ চা-চামচ। রিকটা চিজ ১ কাপ। ঘি ২ টেবিল-চামচ। কনডেন্স মিল্ক আধা কাপ। এলাচি গুঁড়া আধা চা-চামচ। পদ্ধতি: প্রথমে একটা নন স্টিক ফ্রাই প্যানে ঘি গরম করে তাতে চিজ দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে কনডেন্স মিল্ক দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এলাচির গুঁড়া দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজতে হবে। পানি শুকিয়ে গেলে দুই মিনিট ভেজে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। বেশি ভাজলে চিজ শক্ত হয়ে যাবে। এবার একটা নন স্টিক ফ্রাই প্যানে ঘি গরম করে তাতে লাচ্ছা সেমাই দিয়ে সামান্য ভেজে চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। চিনি মিশে গেলে কনডেন্স মিল্ক দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। চুলার আঁচ খুব কমে রাখতে হবে। গোলাপ জলে লাল রং মিশিয়ে সেমাইয়ে মধ্যে দিয়ে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে ভেজে রাখা চিজ মিশিয়ে অল্প করে নাড়তে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ছানাগুলো পুরোপুরি মিশে না যায় সেমাইয়ে। এরপর চুলা বন্ধ করে সার্ভিং ডিশে নিয়ে ঠাণ্ডা হলে বাদাম কুচি দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

আপনি কি আম খেয়ে খোসা ফেলে দেন? তা হলে ভুল করছেন, জানুন বিস্তারিত

গ্রীষ্মকালের মরশুমি ফল হিসেবে আমের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তবে খাওয়ার পরে আমের খোসাগুলো কী করেন? আপনি কি তা আবর্জনায় ফেলে দিচ্ছেন? যদি তাই করেন, তবে এখনই বন্ধ করুন। আমের খোসা কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়।

আমের আচার পছন্দ করেন না, এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে আমের খোসা ব্যবহার করেও আচার তৈরি করতে পারেন। চেখে দেখার পর বোঝা যাবে, আমের খোসার আচার কতটা সুস্বাদু!

কী কী লাগবে?

আমের খোসার সঙ্গে এর জন্য লাগবে পরিমাণ মতো গুড়, নুন, প্রয়োজনীয় কালো বিট লবণ, মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, আদা বাটা, সরষের তেল।

কী ভাবে তৈরি করবেন?

আমের খোসা ছাড়িয়ে এক ইঞ্চি আকারে কেটে ফেলুন। ট্রেতে রাখুন। নুন, বিট লবণ, হলুদ গুঁড়ো এবং কালো মরিচের গুঁড়ো খোসার সঙ্গে ভালো ভাবে মেখে নিন। মিশ্রিত এই আমের খোসা ঘণ্টাখানেক রোদে রাখুন।

শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা ভেজে গুঁড়ো করে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল গরম করে আমের খোসাগুলো ছেড়ে দিন। মাঝারি আঁচে কয়েক মিনিট ভাজুন। কড়াইতে গুড় মিশিয়ে ভাল করে মেশান। খোসাগুলি কিছুটা নরম হয়ে যাওয়ার পরে ভাজা মশলা দিন। আধঘণ্টার মতো কড়াই ঢেকে রাখুন।

দীর্ঘ দিন রাখতে হলে.

ঠান্ডা হয়ে এলে কড়া থেকে কাচের বোতলে রেখে দিন। আমের খোসা দিয়ে দেশি আচার তৈরি হয়ে যাবে এ ভাবেই। মনে রাখবেন, প্রথম তিন দিন কাচের বোতলটিকে প্রায় চার ঘণ্টা সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখতে হবে। পরে আপনি প্রতি সপ্তাহে দু''ঘণ্টা করে সূর্যের আলোতে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।

হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে- আপেল চা হজম শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। দ্রবণীয় ফাইবার ওজন কমাতে অতন্ত কার্যকরী। আপেলগুলিতে ম্যালিক অ্যাসিডের উপস্থিতি একটি স্বাস্থ্যকর হজম ব্যবস্থা গড়তে সাহায্য করে।

কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে — আপেলের ভিতরের শাঁস ও খোসার ফাইবারে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট পলিফেনল। যা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করতে সহায়তা করে, এইভাবে ওজন হ্রাসেও সাহায্য করে।

রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করে — আপেলে ফ্রুক্টোজ আকারে প্রাকৃতিক চিনি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা বিপাকের ভারসাম্যকে উন্নত করতে এবং রক্তে শর্করার অস্বাভাবিক মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাত উত্থান বা পতন রোধ করে, ফলে ঘন ঘন খাবারের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

কম ক্যালোরি — অ্যাপল হল কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার। মার্কিন কৃষি বিভাগের মতে, একটি স্ট্যান্ডার্ড-আকারের আপেলে ১০০ গ্রাম ফল প্রতি প্রায় ৫০ ক্যালোরি থাকে।

দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরান আপেল টি খেয়ে! কীভাবে বানাবেন, জানুন

সালাদ, কাস্টার্ড, পুডিং বা কেকের জন্য আপেলের ব্যবহার আমরা এতদিন করে এসেছি। বেক করে কিংবা কাঁচা অবস্থাতেও আপেলের স্বাদ আমদের কাছে পরিচিত। আপেল স্বাস্থ্যকর তো বটেই, আপেলের গুণাবলী সম্বন্ধেও অনেকেরই জানা। আপেল রক্তে শর্করার এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

সুতরাং ওজন হ্রাস করার জন্য আপনার ডায়েটে আপেলকে সঠিক পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। যদিও অনেকে আপেল সিডার ভিনেগারের সুবিধাগুলি সম্পর্কে অবগত আছেন, তবে বেশিরভাগই আপেল যে চা হিসেবেই ব্যবহার করা যায়, তাই শোনেননি। আসলে, আপেল চা হ'ল এমন একটি পানীয় যা আপনি ঘরে বসে তৈরি করতে পারেন, যার সাহায্যে ফ্যাট বার্ন করতে এবং ওজন কমাতে পারবেন দ্রুত।

কীভাবে বানাবেন

ব্ল্যাক টি পাতার সঙ্গে আপেলের টুকরাগুলি সিদ্ধ করে প্রস্তুত করা হয়। সঙ্গে দারচিনি এবং লবঙ্গ দিয়ে মশলা দেওয়া যায়। আপনি গরম বা ঠান্ডা আপেল চা পান করতে পারেন। আপেল টি খাওয়ার উপকারীতা কী, তা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক

আরও পড়ুন : ডিনারে কিংবা লাঞ্চে, পাতে দিন স্বাস্থ্যকর হরিয়ালি চিকেন! দেখে নিন কীভাবে বানাবেন?

উল রোল ব্রেড

নাস্তা হিসেবে দারুণ স্বাদের রুটি তৈরি করুন রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিনের রেসিপিতে। দেখতে অনেকটা উলের বলের মতো হয়, তাই এর নাম উল রোল ব্রেড। উপকরণ: ময়দা ২ কাপ। লবণ আধা চা-চামচ। চিনি ১ টেবিল চামচ। ইস্ট ১ টেবিল-চামচ। তেল ১ টেবিল-চামচ। গুঁড়াদুধ ১ টেবিল-চামচ। কুসুম গরম তরল দুধ পরিমাণ মতো। পদ্ধতি: ময়দার সঙ্গে সব শুকনা উপকরণ তেলসহ মিশিয়ে কুসুম গরম দুধ দিয়ে নরম ডো বানিয়ে নিন। ডো'র ওপর হালকা তেল ব্রাশ করে ঢেকে রেখে দিতে হবে এক ঘণ্টার জন্য। তারপর ডো দ্বিগুন আকার হয়ে আসবে। তখন আবার মথে সমান চার ভাগ করে নিন। নিজের পছন্দ মতো পুর বানিয়ে ভরে দিতে পারেন। লম্বা রুটি বেলে একপাশে পুর দিয়ে রোলের মতো পেঁচিয়ে নিচের দিকে লম্বা করে করে কেটে নিন। এবার পুরো রুটি পেঁচিয়ে বেইকিং প্যানে বসিয়ে দিন। সব হলে ঢেকে রেখে দিন আবার দ্বিগুন আকার হওয়ার জন্য।

এরপর ওপরে ডিম ব্রাশ করে বেইকড করুন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫ থেকে ২০ মিনিট।

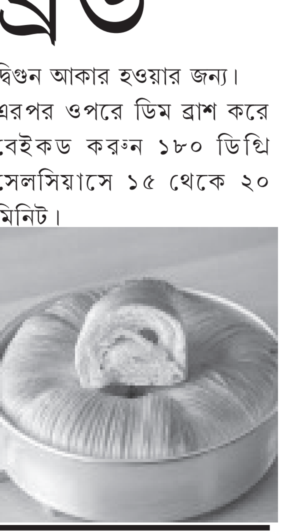

চিনের মার্শাল আর্টস স্কুলে আগুনে মৃত ১৮, জখম ও দগ্ধ ১৬ জন

বেজিং, ২৫ জুন (হি.স.): সেন্ট্রাল চিনের একটি মার্শাল আর্টস স্কুলে ভয়াবহ আগুনে মৃত্যু হল কমপক্ষে ১৮ জনের, আগুনে দগ্ধ ও জখম হয়েছেন আরও ১৬ জন। শুক্রবার চিনের হেনান প্রদেশের জহেচেং কাউন্টির একটি মার্শাল আর্টস স্কুলে আগুন লাগে। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই বোর্ডিংয়ে থাকা মার্শাল আর্টস স্কুলের ছাত্র, তাঁদের বয়স ৭-১৬ বছরের মধ্যে। আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শাঙকিউ শহরের প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভোরে জহেচেং কাউন্টির একটি মার্শাল আর্টস স্কুলে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের এবং ১৬ জন জখম হয়েছেন। ১৬ জনের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক এবং ১২ জন সামান্য জখম হয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মার্শাল আর্টস স্কুলের দায়িত্বে থাকা একজনকে আটক করা হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কোভিডের ডেল্টা প্রজাতির হানা, সেন্ট্রাল সিডনিতে ৭-দিনের লকডাউন

সিডনি, ২৫ জুন (হি.স.): অস্ট্রেলিয়াতেও হানা দিয়েছে কোভিডের অতিসংক্রামক ডেল্টা প্রজাতি, ডেল্টা প্রজাতির হানায় আচমকাই সংক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে সিডনিতে। তাই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৭-দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে সেন্ট্রাল সিডনি এলাকায়। এক সপ্তাহের এই লকডাউনে মানুষজনকে বাড়িতে থাকতেই অনুরোধ করা হয়েছে।

চলতি সপ্তাহে আচমকাই বেড়েছে কোভিডের সংক্রমণ, তাই শুক্রবার মধ্যরাত থেকেই লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। স্টেট প্রিমিয়ার গ্লাডিস বেরেজিকলিয়ান জানিয়েছেন, সংক্রমিত এলাকায় যাঁরা কিছুদিন ধরে বসবাস করেছেন অথবা কাজ করেছেন, তাঁরা আপাতত বাড়িতেই থাকুন। লকডাউনের আওতায় যাঁরা রয়েছেন তাঁরা শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক সামগ্রী কেনার জন্য ছাড় পাবেন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সক্রিয় রোগী ২.০৩ শতাংশ, ভারতে ৪০-কোটি ছুঁইছুঁই কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): ভারতে ৪০-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ জুন সারা দিনে ভারতে ১৭,৩৫,৭৮১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৯,৯৫,৬৮,৪৪৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৩৫,৭৮১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১ হাজার ৬৬৭ জন।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৪,১৮৯ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,১২,৮৬৮ জন (২.০৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৪ হাজার ৫২৭ জন। শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৯৩,৩১০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,৩২৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৯১,২৮,২৬৭ জন (৯৬.৬৬ শতাংশ)।হিন্দুস্থান সমাচার।

জরুরি অবস্থার অন্ধকারাছন্ন দিনগুলি ভুলে যাওয়া যায় না : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): দেখতে দেখতে ৪৬ বছর হয়ে গেল, জরুরি অবস্থার সেই দিনগুলিকে অন্ধকারাছন্ন দিন আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর মতে, 'জরুরি অবস্থার অন্ধকারাছন্ন দিনগুলি ভুলে যাওয়ার নয়। ১৯৭৫-১৯৭৭ সময়কালে নিয়মতান্ত্রিক ধ্বংসের সাক্ষী থেকেছে প্রতিষ্ঠান।' ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল। জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন। লক্ষাধিক মানুষ বিরোধিতা করেছিলেন। গণতন্ত্র কায়েম করতে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন নবীনরাও। আর এরই জেরে দু'বছর পর উঠে যায় জরুরী অবস্থা।

জরুরি অবস্থার সেই দিনগুলিকে অন্ধকারাছন্ন দিন আখ্যা দিয়ে শুক্রবার টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, 'জরুরি অবস্থার অন্ধকারাছন্ন দিনগুলি ভুলে যাওয়া যায় না। ১৯৭৫-১৯৭৭ সময়কালে নিয়মতান্ত্রিক ধ্বংসের সাক্ষী থেকেছে প্রতিষ্ঠান।' দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লেখেন, 'ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনাকে জোরদার করার জন্য আসুন আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করার অঙ্গীকারবদ্ধ হই।'

মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল বিল্ডিংয়ের একাংশ, নিরাপদে উদ্ধার ৪০ জন

মুম্বই, ২৫ জুন (হি.স.): মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল একটি বিল্ডিংয়ের একাংশ। শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের ফোর্ট এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি চার-তলা বিল্ডিংয়ের একাংশ। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৪০ জনকে। দমকল অফিসার জানিয়েছেন, চার-তলা বিল্ডিংয়ের মাঝের অংশ ভেঙে পড়ে, সম্প্রতি ওই অংশ মেরামত করা হয়েছিল। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের ফোর্ট এলাকায় আচমকাই ভেঙে পড়ে একটি চার-তলা বিল্ডিংয়ের একাংশ। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে কংক্রিটের ভগ্নাবশেষ। ওই অংশ সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছিল। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৪০ জনকে। কী কারণে ভেঙে পড়ল বিল্ডিংয়ের ওই অংশ তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্নীতি মামলায় তৎপর ইডি, অনিলের নাগপুর ও মুম্বইয়ের বাড়িতে তল্লাশি

মুম্বই, ২৫ জুন (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় আরও তৎপর হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সকালে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের নাগপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালালেন ইডি-র আধিকারিকরা। নাগপুরের বাড়ি ছাড়াও মুম্বইয়ের ওরলিতেও অনিল দেশমুখের বাসভবনে তল্লাশি চালায় ইডি। সিবিআই-এর এফআইআর স্টাডি করার পর গত ১১ মে অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ইডি। বৃহস্পতিবার রাতেই মুম্বই থেকে নাগপুরে পৌঁছে যায় ইডি-র টিম। এরপর শুক্রবার সকালে জিপিও চকে দেশমুখের বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি-র আধিকারিকরা। তল্লাশি চালানো হয় দেশমুখের ঘনিষ্ঠদের বাড়িতেও। ইডি-র অন্য একটি টিম এদিন মুম্বইয়ের ওরলিতেও অনিল দেশমুখের বাসভবনে তল্লাশি চালায়। উল্লেখ্য, অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং।

দার্জিলিং গামী জাতীয় সড়কে ধস, বন্ধ যান চলাচল

শিলিগুড়ি, ২৫ জুন (হি. স.) : দার্জিলিংয়ের কার্শিয়াংয়ের তিনধরিয়ায় ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। শুক্রবার ভোরে এই ধস নামায় জাতীয় সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায় ৪০ মিটার জায়গা জুড়ে পুরো রাস্তা ধসে চলে গিয়েছে। এই ধস সারিয়ে রাস্তা পুনরায় চালু করতে অনেকটাই সময় লাগবে বলে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে। আপাতত শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে গাড়িগুলিকে ঘুরপথে রোহিনী হয়ে কার্শিয়াং এবং দার্জিলিংয়ে পৌঁছতে হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে টয়ট্রেনের লাইনও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে মেরামতির কাজ। হিন্দুস্থান সমাচার /

বাংলাদেশে করোনায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৫।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে আরও ১০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে পুরুষ ৭৫ ও নারী ৩৩ জন। ১০৮ জনের মধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৩ জন, বেসরকারি হাসপাতালে ১৪ জন, এবং বাসায় ১১ জন মারা যান। এ নিয়ে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩ হাজার ৯৭৬ জনে। গত ১৮ এপ্রিল ১০২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এর আগে ১৯ এপ্রিল দেশে একদিনে সর্বোচ্চ ১১২ জনের মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছিল। একই সময়ে নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন আরও ৫ হাজার ৮৬৯ জন। এ নিয়ে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল আট লাখ ৭৮ হাজার ৮০৪ জনে। শুক্রবার (২৫ জুন) স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একই সময়ে সরকারি ও বেসরকারি ৫৫৪টি ল্যাবরেটরিতে ২৮ হাজার ২৪৭টি নমুনা সংগ্রহ ও ২৭ হাজার ৬৫৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়াল ৬৪ লাখ ৬৩ হাজার ১১৯টি। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ২২ শতাংশ। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৬০ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৭৭৬ জন। এ নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর সংখ্যা সাত লাখ ৯৭ হাজার ৫৫৯ জন। সুস্থতার হার ৯০ দশমিক ৭৬ শতাংশ।মৃত ১০৮ জনের মধ্যে দশোর্ধ একজন, বিশোর্ধ ২ জন, ত্রিশোর্ধ ৭ জন, চল্লিশোর্ধ ১৫ জন, পঞ্চাশোর্ধ ২৫ জন এবং ষাটোর্ধ ৫৮ জন রয়েছেন।একই সময়ে বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মৃত ১০৮ জনের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৫ জন, চট্টগ্রাম ২৩, রাজশাহীতে ১৬, খুলনায় ২৭, সিলেটে ৩, রংপুরে ১০ এবং ময়মনসিংহে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম ৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

আশাকর্মী, ট্রাফিক পুলিশ, সিআরপিএফ জওয়ান ও সংবাদকর্মীদের অক্সিমিটার ইত্যাদি বিতরণ করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ গত এক বছর থেকে বিভিন্ন প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সহ মাস্ক স্যানিটাইজার বিতরণ করে চলছে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ। এবার একটু ব্যতিক্রমীভাবে করোনা মোকাবিলায় প্রথমসারির অন্যতম যোদ্ধা যেমন আশাকর্মী, ট্রাফিক পুলিশ, সিআরপিএফ জওয়ান ও সংবাদকর্মীদের মধ্যে অক্সিমিটার বিতরণ করেছে জেলা পরিষদ। সেই সঙ্গে নিজেদের সুরক্ষার জন্য মাস্ক, স্যানিটাইজারও তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। এ উপলক্ষ্যে সম্পূর্ণ কোভিড বিধি-নিষেধ মেনে শুক্রবার জেলা গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠানিকভাবে আশাকর্মী, ট্রাফিক পুলিশ ও সংবাদকর্মীদের হাতে অক্সিমিটার, মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দেন সাংসদ কৃপানাথ মালা এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশিস নাথ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ময়াঙ্ক কুমার ঝা, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অমলেন্দু রায় সহ জেলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যাগণ। আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশিস নাথ বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অক্সিমিটার, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ক্রয় করা হয়েছে। জেলায় কর্মরত প্রায় ১ হাজার ২০০ জন আশাকর্মী, ১৫০ জন সংবাদকর্মী এবং ১৫০ জন ট্রাফিক পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে এগুলো বিতরণ করা হবে। আশিস বলেন, আশাকর্মীরা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে করোনা মোকাবিলায় দায়িত্ব সহকারে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের এই পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলছেন। তাই প্রাথমিকভাবে নিজেদের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জনগণের অক্সিজেন ও পালস স্বাভাবিক আছে কি না তা পরীক্ষা করতেই তাঁদেরকে অক্সিমিটার দেওয়া হয়েছে। এতে তাঁদের কাজে অনেক সুবিধা হবে বলে জানান জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশিস নাথ। সাংসদ কৃপানাথ মালা প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে করোনা মোকাবিলায় আশাকর্মীদের যোগদানের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যই আজ করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ধীরে ধীরে নিম্নগামী হচ্ছে। সেই সঙ্গে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সংবাদকর্মী, ট্রাফিক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর জওয়ানদেরও নিজ নিজ কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সাধুবাদ জানান সাংসদ কৃপানাথ মালা। এছাড়া জেলা পরিষদের এই মহৎ উদ্যোগের জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাংসদ।

এদিকে আশাকর্মীরা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশিস নাথকে সামনে পেয়ে, তাঁদের প্রতি অবহেলা ও চরম বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। প্রতিদিন অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি রোদ উপেক্ষা করে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করে আসছেন। করোনা কালেও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু এত সবের পরও তাঁদের প্রতি চরম অবহেলা করা হচ্ছে। গত কয়েক মাস থেকে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এই দুর্দশার করুণ কাহিনি শোনার মতো কেউ নেই বলেও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করেন আশাকর্মীরা।

অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আশাকর্মীদের অভাব অভিযোগ শুনে তাঁদের আশ্বস্ত করে আশিস নাথ বলেন, দিন দুয়েকের মধ্যে তিনি সরকারি কাজে গুয়াহাটি যাবেন। আশাকর্মীরা যেন তাঁদের সকল অভাব অভিযোগ লিখিতভাবে একটি স্মারকপত্রের মাধ্যমে তাঁর হাতে তুলে দেন। তিনি স্মারকপত্রটি মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন। তাঁদের অভাব অভিযোগ মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তের কাছে যথাসম্ভব তদ্বির করবেন বলে আশ্বাস দেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশিস নাথ।

স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মঘাতী যুবক, অভিযোগ

কলকাতা, ২৫ জুন (হি.স.) : স্ত্রীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। শুক্রবার দুপুরে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে ভাগিরথী নদী থেকে মৃত ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকাতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই যুবকের নাম তন্ময় সিংহ (২৯)। তার বাড়ি বহরমপুর থানার সূতির মাঠ এলাকায়। তন্ময় বহরমপুর জজ কোর্টে করণিক পদে কর্মরত ছিল বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার দুপুরে বহরমপুর থানার পুলিশ খবর পায় বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটের কাছে এক যুবকের প্রাণহীন দেহ ভাসছে। দ্রুত পুলিশ গিয়ে ওই দেহ উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত দেড় বছর আগে নবগ্রামের বাসিন্দা মোনালিসা সিংহের সাথে বিয়ে হয়েছিল তন্ময়ের। কিন্তু প্রায়শই বিভিন্ন বিষয়ে ওই দম্পতির মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। মৃতের বোন অনামিকা সিংহ বলেন,'গতকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ নিজের স্কুটি করে সাথে কিছু ফাইলপত্র নিয়ে তন্ময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

শনিবার করিমগঞ্জ শহরের ১২টি কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্রে ১,৭৫০টি টিকা দেওয়ার লক্ষ্য

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : শনিবার করিমগঞ্জ শহরের ১২টি কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্রে ১,৭৫০টি টিকা দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের। এতে করিমগঞ্জ আরবান ইউনিটের অধীনে করিমগঞ্জ ডিএসএ কমপ্লেক্স মডেল কোভিড ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের দুটি কক্ষে সকাল ৯-টা থেকে বেলা ১-টা পর্যন্ত কোভিশিল্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ এবং ওই একই কেন্দ্রে বিকাল ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত কো-ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে।

এদিকে শহরের যে সব কেন্দ্রে শনিবার সকাল ৯-টা থেকে বেলা ১-টা পর্যন্ত কোভিশিল্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে সেই কেন্দ্রগুলি হচ্ছে ডিআরডিএ অফিস সেটেলমেন্ট রোড, কালী মহাবীর বাড়ি পাঠশালা গাছ কালীবাড়ি রোড, পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস সুভাষ নগর, রাইমণি পাঠশালা বনমালী রোড, ৩১৯ নম্বর এলপি স্কুল চর বাজার, এনএনটিসি এমভি স্কুল মেইনরোড ও সিভিল হাসপাতাল। এছাড়া লায়ন্স ক্লাব করিমগঞ্জ ও বিএড কলেজে কো-ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ১৮-উর্ধ ব্যক্তিরা এই টিকা নিতে পারবেন। এছাড়া দ্বিতীয় টিকার যাদের সময় হয়ে গেছে তাঁরাও নির্ধারিত কেন্দ্রে দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারবেন। জনগণকে সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে টিকা নিতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

সংলাপ যদি উস্কানিমূলক হয়, সেক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র মিলল কী ভাবে, মিঠুন মামলায় প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ২৫ জুন (হি.স.) : মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ কতটা যুক্তিযুক্তি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। বিজেপির হয়ে ভোটের প্রচারে নিজের সুপারহিট ছবির সংলাপ আওড়ে, গেরুয়া সমর্থকদের চাঙ্গা করতে নামেন মিঠুন। তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে। অভিযোগ, ভোটের প্রচারে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেছেন মিঠুন। কিন্তু বিচারপতি চন্দের যুক্তি, সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র নিয়েই ছবি মুক্তি পায়। এই ধরনের সংলাপ যদি উস্কানিমূলক হয়, সে ক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র মিলল কী ভাবে?

শুক্রবার হাই কোর্টে শুনানি চলাকালীন, এই মামলা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন খোদ বিচারপতি। শুনানি চলাকালীন, মিঠুনের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, জানতে চান তিনি। সরকারি আইনজীবী শ্বাশ্বতগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁকে জানান, নির্বাচনী প্রচারে নিজের অভিনীত ছবি থেকে বেশ কিছু সংলাপ আওড়াতে শোনা গিয়েছে মিঠুনকে, যা অশান্তি তৈরিতে মদত জুগিয়েছে। মিঠুন কী কী সংলাপ বলেছেন, তাঁর কাছে জানতে চান বিচারপতি। কিন্তু সেই সংলাপগুলি আদালতে তুলে ধরলে, হেসে ফেলেন তিনি। বলেন, "এ সব তো সিনেমার সংলাপ, যা সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েই মুক্তি পায়। এই ধরনের সংলাপ খারাপ হলে, সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিল কী ভাবে? নির্বাচন কমিশনই বা নীরব রইল কেন?" হিংসায় মদত জোগানোর অভিযোগে সম্প্রতি মানিকতলা থানায় মিঠুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। থানার তরফে সে নিয়ে সক্রিয়তা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করে পরে বিষয়টি নিয়ে আদালতে যায় তৃণমূল। তার পরই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, উস্কানিমূলক মন্তব্য, শান্তিভঙ্গের চেষ্টা, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ভিনধর্মের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো-সহ একাধিক ধারায় মিঠুনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। ভার্চুয়াল মাধ্যমে সেই নিয়ে মিঠুনকে জিজ্ঞাসাবাদও করে পুলিশ।

স্বস্তি পেলেন আয়শা সুলতানা কেরল হাইকোর্টে আগাম জামিন মঞ্জুর

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ জুন (হি.স.): কেরল হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন লাক্ষাদ্বীপের পরিচালক ও অভিনেত্রী আয়শা সুলতানা। দেশদ্রোহ মামলায় শুক্রবার আয়শাকে আগাম জামিন প্রদান করেছে কেরল হাইকোর্ট। কিছু দিন আগে টিভি বিতর্কসভায় আয়শা মন্তব্য করেছিলেন, লাক্ষাদ্বীপে এমন একজনকে কেন্দ্র দায়িত্ব দিয়েছেন যিনি জৈব অস্ত্র'। এর পরই তাঁকে দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হয়। মামলা দায়ের হয় লাক্ষাদ্বীপের কাভারাত্তি থানায়। দেশদ্রোহ মামলা দায়ের হওয়ার পর আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে গত ১৪ জুন কেরল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আয়শা। শুক্রবার তাঁকে স্বস্তি দিয়ে আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে কেরল হাইকোর্ট।

একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসনিক প্রধান প্রফুল্ল পটেলকে জৈব অস্ত্র'-র সঙ্গে তুলনা করেন আয়শা। তার পরই দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর হয়। টিভি বিতর্কসভায় আয়শার বক্তব্য ছিল, কিছু দিন আগেও লাক্ষাদ্বীপে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল শূন্য। কিন্তু এখন দিনে কমবেশি ১০০ জন করে আক্রান্ত হচ্ছেন। তার পরই তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র এখানে এমন একজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন যিনি জৈব অস্ত্র'। এর পরই তাঁকে দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হয়। তার পর থেকেই শিরোনামে পরিচালক ও অভিনেত্রী আয়শা সুলতানা।

লাক্ষাদ্বীপের ইতিহাসে আয়শাই প্রথম মহিলা পরিচালক। তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি 'ফ্লাশ' খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চলেছে। বহু পরিচালকের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ছবি প্রস্তুতকারক লাল জোশের সঙ্গে মালয়ালম ছবিতেও কাজ করেছেন তিনি। পরিচালনার পাশাপাশি তিনি এক জন অভিনেত্রী এবং মডেলও। কিছু মালয়ালম ছবিতেও কাজ করেছেন তিনি। আয়েশার জন্ম বাংলাদেশের যশোরে ১৯৮৪ সালে। তবে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে এই লাক্ষাদ্বীপেই। তাঁর পরিবার এই দ্বীপের অন্যতম পরিচিত এবং অভিজাত।

ক্ষমতার শেষ প্রান্তে করোনা !

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : সর্বশেষ শক্তি প্রদর্শন করে ফেলেছে করোনা। এমনটাই দাবি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ডেল্টা স্ট্রেনের মাধ্যমেই শক্তির শীর্ষে পৌঁছেছে করোনা। নিজের অস্ত্রে আর শান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অতিসংক্রামক ডেল্টা স্ট্রেনের ভয়ে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। এর মধ্যেই আশার আলো দেখাচ্ছে এই নয়া অনুসন্ধান।

গত দেড় বছরে ক্রমাগত মিউটেশন ঘটিয়েছে নভেল করোনাভাইরাস বা সার্স-কোভ-২। আলফা, বিটা, গামা, ডেল্টা একাধিক 'ভ্যারিয়্যান্ট অব কনসার্ন' তৈরি করেছে। সম্প্রতি পেরুতে ল্যাম্বডা স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে। সেটিকে 'ভ্যারিয়্যান্ট অব ইনটেরেস্ট' তালিকায় নজরবন্দি রাখা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের দাবি, এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ডেল্টা। এর বেশি আর শক্তি বাড়াতে পারবে না ভাইরাস।

গত দেড় বছরে সার্স-কোভ-২ তার স্পাইক প্রোটিনের সজ্জাবিন্যাস ও গঠন ক্রমাগত বদলেছে এবং নয়া মিউটেটেড স্ট্রেন তৈরি করেছে। আর এ ভাবেই মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে লাগাতার ধোঁকা দিয়েছে সে। নেচার-এ প্রকাশিত গবেষণাপত্রটির সঙ্গে যুক্ত অন্যতম বিজ্ঞানী তথা আমেরিকার স্ক্রিপস রিসার্চ ট্রান্সলেশনাল ইনস্টিটিউটের কর্তা এরিক টোপলের কথায়, "সব ক'টি স্ট্রেনের মধ্যে ডেল্টাই সবচেয়ে খতরনাক।" এ বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-ও। কিন্তু এখানেই এর শেষ বলে মনে করছেন তাঁরা। এরিকের সঙ্গেই ওই গবেষণায় ছিলেন ইটালির ভাইরোলজিস্ট, পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রবার্টো বুরিয়োনি।

তিনি বলেন, "আমরা গবেষণায় যা দেখছি, তাতে বলা যায়, সার্স-কোভ-২-এর ডেল্টা স্ট্রেন খুব সম্ভবত এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে, তার স্পাইক প্রোটিনে আর মিউটেশন ঘটানো সম্ভব নয়। ছোটখাট বদলও নয়। এটাই হয়তো ভাইরাসের সর্বশেষ রূপ। বেশ কয়েক বছর পরে হয়তো সামান্য বদল হবে। যেমন ফ্লু ভাইরাসের ক্ষেত্রে হয়। তাই ফ্লু-এর টিকা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপডেট করতে হয়।"

কিন্তু আপাতত চিন্তা ডেল্টা স্ট্রেনকে সামলানো। হু জানিয়েছে, অন্তত ৮৫টি দেশে ছড়িয়েছে ডেল্টা। আলফা স্ট্রেন মিলেছে ১৭০টি দেশে। বিটা পাওয়া গিয়েছে ১১৯টি দেশে, ৭১টি দেশে গামা। বিজ্ঞানীদের অনুমান, আপাতত বিশ্ব জুড়ে তাণ্ডব চালাবে ডেল্টাই। একে রুখতে হলে একমাত্র পথ টিকাকরণ। তাতেও হয়তো সংক্রমণ ঠেকানো যাবে না। কিন্তু মৃত্যুর মতো পরিণতির আশঙ্কা কম। টিকা নেওয়া থাকলে বাড়াবাড়ি কম হবে বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। দ্রুত টিকাকরণ সেরে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। - হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সাফল্য সেনার, আফগানিস্তানে আত্মসমর্পণ করল ১৩০ তালিবান জঙ্গি

কাবুল, ২৫ জুন (হি.স.) : আফগানিস্তানের আত্মসমর্পণ করল ১৩০ জন তালিবান জঙ্গি। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ৮৫টি একে-৪৭ রাইফেল, পাঁচটি অন্য বন্দুক ও পাঁচটি রকেট শেল সহ আফগানিস্তানের পশ্চিমে হেরাত প্রদেশে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ১৩০ জন তালিবান সদস্য।আফগান গোয়েন্দা সংস্থা 'ন্যাশনাল ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি'র মুখপাত্র জিলানি ফরহাদ জানিয়েছেন যে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে বড়সড় সাফল্য। এর ফলে হেরাত প্রদেশে দ্রুত শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরবে। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি জারি করেনি তালিবান।

বিশ্লেষকদের মতে, হেরাত-সহ আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি প্রদেশে শক্তিবৃদ্ধি করছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট । তালিবানের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও ক্রমাগত বাড়ছে। আইএস জঙ্গিদের হামলায় তালিবানের বেশ কয়েকজন স্থানীয় কমান্ডারের মৃত্যু হয়েছে। ফলে দিশেহারা তালিবান সদস্যদের অনেকেই আত্মসমর্পণ করতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে সংগঠনটি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

পাঁচগ্রামে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, ওসি সহ জখম তিন

পাঁচগ্রাম (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত পাঁচগ্রামে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আজ শুক্রবার বেলা অনুমানিক দেড়টায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়েন পাঁচগ্রাম থানার ওসি চিত্তরঞ্জন নাথ। এই ঘটনায় ওসি চিত্তরঞ্জন নাথ, থানার গাড়ি চালক সুমন দে এবং এক সিআরপিএফ জওয়ান জখম হয়েছেন।

ওসি নাথ দলবল নিয়ে টহলদারিতে পাঁচগ্রাম থানা থেকে জাতীয় সড়ক দিয়ে বদরপুর অভিমুখে যাওয়ার পথে পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দেয়। ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশের গাড়িটি সামনের ম্যাজিক মডেলের একটি মিনি ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে ম্যাজিক ট্রাক গিয়ে একটি বাইকে গিয়ে দিলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন ওসি চিত্তরঞ্জন নাথ। তাঁর হাত ও মাথায় মারাত্মক জখম হয়েছে। এছাড়া গাড়ি-চালক সুমন দে এবং সিআরপিএফ জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেন। আশপাশের লোকজনেরা এসে তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন।

এদিকে ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ডিএসপি নবমিতা ডনা। পুলিশ ঘাতক ট্রাকটিতে আটক করেছে। তবে এর চালক গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে।

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের থাবা, সংক্রমণ রুখতে ফের মাস্ক পরার নির্দেশিকা ইজরায়েলে

জেরুজালেম, ২৫ জুন (হি. স.) : করোনাভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই ফের মাস্ক পরার জন্য নির্দেশিকা জারি করল ইজরায়েল সরকার। শুধু বাইরে বেরলেই নয়, এমনকী ঘরে থাকলেও মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছেন। ইজরায়েলের করোনা মোকাবিলায় গঠিত টাস্কফোর্সের প্রধান নাচমন অ্যাশের কথায়, 'যেভাবে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তাতে আর কোনও ঝুঁকি নেওয়া যাচ্ছে না।' প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শুরুর দিকে করোনার সংক্রমণ শূন্যে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল ইজরায়েল। আর যে কারণে মাত্র ১০ দিন আগেই দেশের নাগরিকদের মাস্ক পরা থেকে মুক্তি দিয়েছিল ইজরায়েল সরকার। আর মাস্ক পরার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় উৎসবে মেতে উঠেছিলেন দেশটির আমজনতা। কিন্তু এরপরেই দেশে করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হওয়ার পরেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। গত কয়েকদিন ধরে শূন্য নামা মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ দৈনিক তিনশোর ঘর ছুঁয়ে যাচ্ছিল। যার ফলে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ফের দেশের নাগরিকদের মাস্ক পরার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এমনকী ঘরের ভেতরে থাকলেও পরতে হবে মাস্ক। ইজরায়েলে এখনও পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৫২২ জন। আর মারণ ভাইরাসের বলি হয়েছেন ৬ হাজার ৪২৯ জন।

সরকারি চাকরি পেতে পাশ করতে হবে ডোপ টেস্টে, কঠোর পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকারের

ঢাকা, ২৫ জুন (হি. স.) : এবার থেকে সরকারি চাকরি পেতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি উত্তীর্ণ হতে হবে ডোপ টেস্টেও। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।শুক্রবার একথা জানিয়েছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল।

ইতিমধ্যে যাঁরা সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, তাদেরও ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে মাদকদ্রব্য ও নেশা প্রতিরোধ সংস্থা 'মানস' আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি চাকরি পেতে হলে প্রত্যেককে ডোপ টেস্টের আওতায় আসতে হবে। এতে কেউ পজিটিভ হলে তিনি সরকারি চাকরি পাবেন না।খুব শিগগিরই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।' ইতিমধ্যে যারা নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকরি করছেন তাদের ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'টেস্টে যারা পজিটিভ হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পরে অন্যান্য সরকারি ক্ষেত্রের কর্মচারি-আধিকারিকদেরও ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হবে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাসবাদের মতই মাদক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যে কোনও মূল্যে আমরা দেশ থেকে মাদক নিয়ন্ত্রণ করব।

দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজেপি লিগ্যাল সেলের উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

রাষ্ট্রসংঘে 'স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক' প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত দিল ভারত

জেনেভা, ২৫ জুন (হি.স.) : রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে ভারত। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মঞ্চটিতে রাষ্ট্রসংঘে "স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক" প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সওয়াল করে ভারত। একইসঙ্গে গাজা-সহ অন্যান্য এলাকায় আরব-ইহুদি সংঘাতে ইতি টানার আবেদন জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে বৃহস্পতিবার "স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক" প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষেই মত দেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের সচিব বিকাশ স্বরূপ। তিনি বলেন, "ভারত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে। ওই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠন ছাড়া আর কোনও পথ নেই।"

একইসঙ্গে গাজায় হিংসা থামানোর আরজি জানিয়ে বিকাশ স্বরূপ আরও বলেন, "সুনির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে প্যালেস্তাইনের মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে গাজায় নজর দেওয়া উচিত। ত্রাণ বিলি করার ক্ষেত্রে ইজরায়েলী ও প্যালেস্তিনীয় প্রশাসনের মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। প্যালেস্তাইনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন। দ্রুত পদক্ষেপ না করলে সেখানে ফের রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু হতে পারে। আমরা দুই পক্ষের কাছেই সংঘর্ষবিরতি চুক্তি মেনে চলার আবেদন জানাচ্ছি।"

উল্লেখ্য, গত মে মাসে ইজরায়েল ও প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসের মধ্যে ১১ দিন ধরে রক্তাক্ত লড়াই চলে। এতে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়। কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় গাজা। তারপরই মিশরের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে যুযুধান দুই পক্ষ। কিন্তু মাঝে মাঝেই গাজা থেকে জঙ্গিরা মূল ইজরায়েলী ভূখণ্ড লক্ষ করে হামলা চালাচ্ছে। পালটা বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করছে ইহুদি দেশটি। সব মিলিয়ে এখনও ওই অঞ্চলে যুদ্ধের মেঘ কাটেনি।

চড়িলামে ৭৫ দিনের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম, ২৫জুন।। শুক্রবার সাত সকালে চড়িলাম রাজীব কলোনি এলাকায় ২ মাস ১৫ দিনের এক শিশু কন্যা সন্তানের মৃত্যু হয়। রাজীব কলোনি এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজীৎ দেবনাথের স্ত্রী মালতি সূত্রধর প্রতিদিন এর মতো শিশুটিকে মাতৃদুগ্ধ পান করায় আনুমানিক ভোর তিনটায় ।কিছুক্ষণ পর আবার কান্না করছে শিশুটি ঠিক এমন সময় শিশুটির মা পুনরায় দুধ খাইয়ে শিশুটিকে ঘুম পারায় সকালে ঘুম থেকে ওটে দেখতে পায় শিশুটি আর নরছে না।তখনই মা মালতি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তার চিৎকারে এলাকার মানুষ ছুটে এসে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় আশাকর্মি বাবলি ঘোষকে।শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে জানান। গোটা হাসপাতাল চত্বর শিশুটির মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।এই ঘটনায় গোটা রাজীব কলোনি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

আগরতলা, ২৫ শে জুন।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সৌরজিৎ পালের মা রাণু কনা পালের জীবনাবসান হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাব সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

এদিকে, ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটি এর প্রচার সম্পাদক তথা নিউজ টুডে চ্যানেলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সৌরজিৎ পালের মা রানু কনা পাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর আই জি এম হাসপাতালে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি গত কয়েকদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতেই বটতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা সহ অনেক আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটি উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুরে বাড়ছে গবাদী পশু চুরি, উদ্বিগ্ন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৫ শে জুন।। করোনা আবহে যে গবাদি পশু চুরি যাওয়ার হিড়িক রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায়। জনমনে এবং গৃহস্থদের চোখে মুখে আতঙ্ক, উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করছেন গবাদি পশুর মালিকরা। একই দিনে একই থানার অন্তর্গত দুই জায়গায় গবাদি পশু চুরির ঘটনা ঘটে উদয়পুরে। প্রথম ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ফুলকুমারী ব্রহ্মছড়া এলাকায়। তিনটি মহিষ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীদের তাড়া খেয়ে মহিষ গুলি ফেলে পালিয়ে যায় চোরেরা গতকাল- বৃহস্পতিবার রাতে উদয়পুর

রাধাকিশোরপুর থানাধীন ব্রহ্মছড়া এলাকায়। পরে এলাকাবাসী মহিষগুলিকে ফুলকুমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এনে রাখেন এবং রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। এলাকা বাসির কাছ থেকে মহিষ চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। যদিও স্থানীয় লোকজনেরা মহিষ চুরির ঘটনা টের পাওয়ায় মহিষ চুরি করতে আসা চোরেরা মহিষ গুলি ফেলে রেখেই বেপাত্তা হয়ে যান। এই মহিষ চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।এলাকা বাসীরা অভিযোগ করেন এর আগেও এই এলাকা থেকে অনেক গরু চুরি হতো - পুলিশকে বার বার জানিয়ে ও কাজ হয় নি বা গরু চুরির কোন কিনারা করতে পারেনি রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। আজ এলাকাবাসীর তৎপরতায় তিনটি মহিষ চুরি করে চোরের দল মহিষ গুলো আর নিতে পারেনি,

একই থানার অন্তর্গত রাধাকিশোরপুর থানা থেকে ছয়/ সাতশো মিটারের মধ্যে দ্বিতীয় চুরির ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক দশটায় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানাধীন অমরসাগর দিঘীর দক্ষিন পশ্চিম পাড় স্থিত শীতলা বাড়ি এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার রাতে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত অমরসাগর দিঘীর দক্ষিন পশ্চিম পাড় স্থিত শীতলা বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় নম্বর বিহীন একটি বুলেরো পিক আপ গাড়ি করে একটি গরু চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীদের তাড়া খেয়ে পালাতে সক্ষম হলো চোরের দল। একটি বোলেরো গাড়ি করে বেশ কয়েকজন লোক এসে একটি গরু চুরি করে গাড়িতে উঠিয়ে পলিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন তা দেখতে পেয়ে ধাওয়া করলে গরু ফেলে গাড়ি নিয়ে চোরের দল , পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর থানায়। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। যদিও চোরের টিকির নাগালও পাওয়া যায় নি।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা উদয়পুর এলাকায়।

একই দিনে একই থানার অন্তর্গত দুই জায়গায় গবাদি পশু চুরির ঘটনা ঘটে উদয়পুর শহরে। জনমনে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে।এখানে উল্লেখ থাকে যে গত কয়েক মাস আগে উদয়পুর মাতাবাড়িতে গরু বোঝাই দুটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। প্রায়শই একই থানার অন্তর্গত একই দিনে গবাদি পশু চুরির ঘটনা ঘটে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন বলে অভিযোগ। নৈশ তৎপরতা বৃদ্ধিতে এবং জাতীয় সড়কের বিভিন্ন যায়গায় সি সি ক্যামেরা বসানোর দাবি করছেন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা।

মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৫শে জুন।। মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ স্কিমের মাধ্যমে আজ উদয়পুর ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রাধীন ইন্দিরা নগর পঞ্চায়েত ও চন্দ্রপুর কলোনি গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিদ্র অংশের লোকজনদের মধ্যে শুকনো প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা

কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুজন কুমার সেন, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, মাতাবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ দাস সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিগন। করোনা আবহে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও অসহায় লোকজন মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী গুলি পেয়ে যারপরনাই খুশি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষিত এই

স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজের মোট সুবিধা ভোগির সংখ্যা উদয়পুর মহকুমাতে ৪৬৩৭৫ ,ধীরে ধীরে সব পঞ্চায়েত এই প্যাকেট সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয় তথা অধুনা ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে মহকুমা শাসক অফিসের কর্মচারী বৃন্দ সমেত ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যরা দিনরাত পরিশ্রম করে প্যাকেট তৈরি করছেন। অচিরেই এই

মহকুমা অন্তর্গত সবগুলো গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবিধা ভোগীদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কতৃর্ক কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ পৌছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়।

রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৫শে জুন।। বিজেপির নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার তিনটি কৃষি আইন চালু করেন। এই তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে, দেশের সকল নাগরিককে দ্রুত করোনার টিকা দেওয়া , করের আওতাহীন পরিবারের করোনা আবহে পরিবার পিছু মাসে ৭৫০০ টাকা ভাতা প্রদান সহ পাঁচ দফা দাবির সমর্থনে শুক্রবার ভারতের রাষ্ট্রপতির রাম নাথ কোবিন্দের উদ্দেশ্যে গোমতী জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণ কুমার রায়ের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন সর্ব ভারতীয় কিষাণ মহাসভার রাজ্য কমিটি। আজ বিকেলে গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণ কুমার রায়ের নিকট স্মারকলিপি প্রদান কালে পাঁচ দফা দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন কিষাণ মহসভার রাজ্য নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সর্বভারতীয় কিষাণ মহসভার রাজ্য নেতৃত্ব পার্থ কর্মকার ভারত সরকারকে অতিশীঘ্রই এই পাঁচ দফা দাবী পূরন করার জন্য আহ্বান রাখেন। স্মারকলিপি প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কৃষক মহাসভার রাজ্য নেতৃত্ব পার্থ কর্মকার, গোপাল রায়, অরুন আচার্য, মামুন খাদিম, রুবেল মিয়া,মোজাম্মেল আহমেদ সরকার।

মোবাইল চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫জুন।। বিশালগড় টাউন গার্লস স্কুলে নবনির্মিত বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। সেখান থেকে আটক করা হয় এক মোবাইল চোরকে। জানা যায় অন্যান্য দিনের মত এই নবনির্মিত বিল্ডিংয়ের মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন তাদের মোবাইল রেখে। হঠাৎ করে দেখেন শ্রমিকের মোবাইলটি নেই। ঠিক সেইসময় লিটন দেবনাথ নামে এক কুখ্যাত বখাটে যুবক যাওয়ার পথে শ্রমিকরা দৌড়িয়ে গিয়ে তাকে আটক করে। নবনির্মিত বিল্ডিংয়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে উত্তম মধ্যম দিতে সে অস্বীকার করে মোবাইল নেয়নি। তারপর বিশালগড় থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় বিল্ডিং এর নবনির্মিত কাজের আসবাবপত্র যে রুমে রাখা হয়েছে সে রুমের মধ্যে মোবাইলটিকে ডিল মেরে ফেলে দেয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে এন্ড্রয়েড মোবাইলটি পাওয়া যায় এবং সে কুখ্যাত মোবাইল চোরকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। উত্তেজিত জনতা জানায় লিটন দেবনাথ দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন চুরি কারবারের সঙ্গে জড়িত। সর্বদা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকেন।

শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫জুন।। নয়নতারা-র উদ্যোগে শুক্রবার অঙ্গনওয়ারী শিশুদের মধ্যে শিক্ষণীয় সামগ্রী বিতরন করা হয়। এদিন গন্ডাছড়া যাট কার্ড এলাকার ৬১ কার্ড অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে খাতা, কমল, রং পেন্সিল, ডেটল সাবান, মাক্স, বিস্কুট প্রভৃতি বিতরন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী আদিত্য সরকার, দ্বীপরাজ দেব, এলাকার অভিবাবক সহ নয়নতারা ছ্ছও-র সমস্ত মহিলা সদস্যারা। উদ্যোক্তারা জানান এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ আগামী দিনেও জারি থাকবে। নয়নতারা ছ্ছও-র সামাজিক কাজে এলাকার শিশু, অভিভাবকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

গন্ডাছড়ায় মৎস দপ্তরে ডেপুটেশন যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫জুন।। দশ দফা দাবি সনদ শুক্রবার গন্ডাছড়া মৎস্য দপ্তরের ফিসারি এসিষ্টেনের নিকট যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এদিন দুপুর বারোটায় গন্ডাছড়া মৎস্য দপ্তরের ফিসারি এসিষ্টেনের নিকট ডুম্বুর জলাশয়ের মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেস ডেপুটেশন প্রদান করে। দাবি গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডুম্বুর জলাশয় বনধ চলাকালীন অবস্থায় সমস্ত মৎস্যজীবীদের এককালীন দশ হাজার টাকা সহ ৫০ কেজি করে চাল দিতে হবে। জলাশয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত সমস্ত মৎস্যজীবীদের একটি করে ঘর দিতে হবে। প্রত্যেক জেলেদের একটি করে জাল ও নৌকা দিতে হবে। ডেপুটেশন প্রদান কালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার, ধরনি হালদার প্রমুখ। দপ্তরের ফিসারি এসিষ্টেন তাদের দাবি গুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বাস দেন।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে পথ চলতি মানুষ আতঙ্ক ও উৎকন্ঠায় দিনযাপন করছেন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যাত্রাপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

জারি থাকবে না। সেখানে যথারীতি সমস্ত কিছু স্বাভাবিকভাবে খোলা থাকবে। কিন্তু জেলাশাসক প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারফিউ জারি করতে পারবেন। মূলত, করোনা কারফিউ জারিকৃত এলাকায় পূর্বের মতোই বিধিনিষেধে ছাড় রয়েছে।

রিলিজ

● প্রথম পাতার পর

আরও ১২৩৬৮১টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া।

এই ৫০০০০ বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে খরচ হবে ৭.৫০ কোটি টাকা। বিগত সরকারের সময়ে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগের বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। ফলে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষকে সামান্য একটু পানীয় জলের জন্য হাহাকার করতে হতো। সেই সংকট থেকে মানুষকে মুক্তি দিতেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং যার কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।

গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

সংবিধানে তার সুযোগ রয়েছে। তবে আমরা চাই জাতি উপজাতি মিলে এক সাথে থাকতে। বিরোধীদলের সদস্য পদ্মলোচন ত্রিপুরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন তিপ্রাল্যান্ড সংবিধানে মোতাবেক কি ? গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড কোন রাজ্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠন করা হবে। তা জনগণের কাছে পরিষ্কার করার প্রস্তাব করেন। অপর সদস্য সঞ্জিত রিয়াং তিপ্রাল্যান্ডের মানচিত্র প্রকাশ করার প্রস্তাব রাখেন।

এদিকে আজ অধিবেশনের দ্বিতৃয়ার্ডে দ্য ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল (কনফ্লুশিন ইলেকশন এন্ড কন্ডাকট অফ বিজনেশ) ১৯তম সংশোধনী বিল ২০২১ সবব সন্মত ভাবে গৃহিত হয়েছে। এই বিলের উপর বিরোধীদল নেতা হংস কুমার ত্রিপুরা, মুখ্য নির্বাহী সদস্য পুনচন্দ্র জমাতিয়া এবং শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে চেয়ারম্যান বিলটি গ্রহণের জন্য অধিবেশনে পেশ করেন। তখন শাসক ও বিরোধী সকল সদস্য বিল গ্রহণের সন্মতি জ্ঞাপন করেন।

অপরদিকে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক ভিলেজ কমিটি (কন্ডটি অফ ইলেকশন থার্ড এমেন্ডমেন্ট) বিল ২০২১ অধিবেশনে আজ গৃহিত হয় নি। বিরোধী দলনেতা হংস কুমার ত্রিপুরা কিছু সংশধনী এনেছেন। তখন ডেপুটি লিডার তথা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা পরবর্তী সময়ে সংশোধন করে পুনরায় পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করার জন্য প্রস্তাব করেন। চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা বিলটি সংশোধন করে পরের অধিবেশনে পেশ করার নির্দেশ দেন। এই বিলটির উপর আজ শাসকদলের মুখ্য সচেতক রবীন্দ্র দেববর্মা, মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া এবং বিরোধী দলের সদস্য দাস আলোচনা করেছেন।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

সরকার ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন।

আজ সকালে বিজেপি প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ের সামনে কর্মী সমর্থকরা প্লেকার্ড হাতে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। তাতে, উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়া তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন, প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা, দলের সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় সহ আরো অনেকে। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে আজকেরই দিনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস ক্ষমতার দম্ভে দেশে জরুরি অবস্থা চাপিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য অগণিত বিরোধী দলের নেতা, সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণকে কারাগারে বন্দী করে দিয়েছিলেন। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করে সংসদ এবং আদালতকে নিঃশব্দ দর্শক করে তুলেছিলেন।

তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, একটি পরিবারের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর রোধ করতে জরুরি অবস্থা চাপানো স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায়। আজ এই কালো দিনের ৪৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগরতলায় প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছি।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

করা এফআইআরের বিরুদ্ধে আবেদনের শুনানি করে প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশির একক বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে ফেরতযোগ্য রাজ্য সরকারকে নোটিশ জারি করে। সরকার কোনও উত্তর দায়ের না করা পর্যন্ত ধরের বিরুদ্ধে যে তদন্ত শুরু হয়েছিল তা স্থগিত থাকবে। ভানুলাল সাহার ক্ষেত্রে আদালত একটি নির্দিষ্ট থানায় একটি এফআইআর গ্রহণ করে পুলিশকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল।

এদিকে, আগামী মঙ্গলবার সিপিআইএম নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর করা আবেদনের শুনানি হবে। তবে সিপিআইএম পার্টি তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লাগানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এমনকি সিপিআইএমের প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন যে এটি পুলিশের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানির একটি স্পষ্ট কাজ।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

করে বিজ্ঞপ্তি জারি কারর জন্য। তাঁর দাবি, অর্থনৈতিক বিকাশ ও আত্মনির্ভরতার প্রশ্নে প্রাণী সম্পদ একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। ত্রিপুরার মানুষ আরও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী সম্পদকে উত্তরোত্তর বিকশিত করতে পারে সেই লক্ষ্যেই পথ চলছে রাজ্য সরকার, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় অনুমোদিত ২১৭ পদে ১১৭ জন ভেটেরিনারি অফিসারের পদ শূন্য ছিল। তবে, সমস্ত গ্রেড-র অফিসার মিলিয়ে ১৪১টি পদ শূন্য ছিল। সম্প্রতি, বেকারদের পক্ষ থেকে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের অধিকর্তাকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ত্রিপুরা সরকার তাদের আবেদনে দ্রুত সাড়া দিয়েছে।

শুক্রবার তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির তরফ থেকে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে বিভিন্ন দাবীতে ডেপুটেশন দেয়া হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

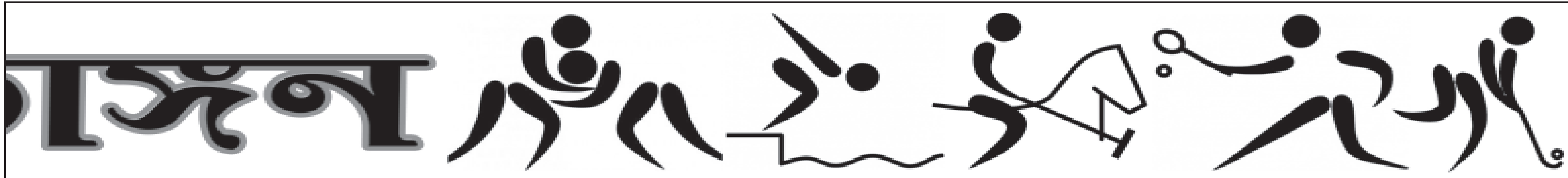

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে প্রথম ভারতীয় মহিলা প্লেয়ার হিসেবে নতুন নজির গড়তে চলেছেন সানিয়া মির্জা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : বিরল রেকর্ড গড়ার মুখে ভারতীয় টেনিসের অন্যতম সেরা মুখ সানিয়া মির্জা। টোকিয়ো অলিম্পিক্সের হাত ধরে প্রথম ভারতীয় মহিলা প্লেয়ার হিসেবে চতুর্থ বার অলিম্পিক্সে অংশ নিতে চলেছেন ভারতীয় টেনিস সুন্দরী। ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা টোকিয়ো অলিম্পিক্সে নামলেই এক মাত্র ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করবেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে ৬টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সানিয়া বলেন, "দুর্দান্ত কেরিয়ার আমার। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার ৩০ বছর বয়স পেড়িয়ে গিয়েছে, তার পরেও আমি এখানে। তবে আরও কত দিন খেলব সেই নিয়ে ভাবিনি। আমি প্রতিটা দিন ধরে এগিয়ে চলি। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা ভাবি না।"

২০১৮ সালে ছেলে ইজহানের জন্মের পর ফের কোর্টে ফেরেন সানিয়া। গত বছর জানুয়ারি মাসে হোবার্টে সোনা জিতেছিলেন তিনি। এ বার উইম্বলডন এবং অলিম্পিক্সের মতো বড় প্রতিযোগিতাতেও খেলতে দেখা যাবে সানিয়াকে। তিনি বলেন, "কোর্টের ভিতর যেমন অনুশীলন করছি, তেমনই অনুশীলন চলছে কোর্টের বাইরেও। শক্তি বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন করছি আমি।"

২০১৬ সালের রিয়ো অলিম্পিক্সে মিক্সড ডাবলসে সেমিফাইনালে ওঠেন সানিয়া। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়। সেই দুঃখ আজও ভুলতে পারেননি তিনি। রোহন বোপান্নার সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন সে বার। সানিয়া বলেন, "আমার জীবনের সব চেয়ে খারাপ দিন ছিল ওটা। পদক জয়ের অত কাছে এসেও ফিরে যেতে হয়েছিল। সারা বিশ্বে যেখানেই খেলতে যাই, ভারতকেই প্রতিনিধিত্ব করি। কিন্তু অলিম্পিক্সে খেলাটা গর্বের। সেখানে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা যে কোনও খেলোয়াড়ের স্বপ্ন। আমি জানি এ বারের টোকিয়ো অলিম্পিক্সে খেলতে নামলে আমি হব একমাত্র ভারতীয় মহিলা যে সব চেয়ে বেশি অলিম্পিক্স খেলেছে অন্য কারও সঙ্গে জুটি বেঁধে।"

অঙ্কিতা রায়নার সঙ্গে জুটি বেঁধে এ বারের অলিম্পিক্সে নামতে চলেছেন সানিয়া। ক্রমতালিকায় অঙ্কিতা রয়েছেন ৯৫ নম্বরে। প্রথম বার এমন একজন সঙ্গীকে নিয়ে সানিয়া নামতে চলেছেন যিনি ক্রমতালিকায় ১০০-র মধ্যে রয়েছেন। সানিয়া বলেন, "অঙ্কিতা প্রচণ্ড পরিশ্রমী। প্রথম বার যখন ওকে দেখেছিলাম, ওর বয়স তখন ১৪-১৫ বছর। আগে কখনও ক্রমতালিকায় প্রথম ১০০-র মধ্যে খেলোয়াড়ের সঙ্গে অলিম্পিক্সে খেলতে যাইনি।"

ইউরোর উত্তাপ বাড়িয়ে দিল ইংল্যান্ড ও জার্মানি দ্বৈরথ

লন্ডন, ২৫ জুন (হি.স.) : ইউরো ২০২০-তে আরও এক মহারণের অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব। আগামী ২৯ জুন লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ডের মুখোমুখি জার্মানি। বিশ্বফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী এই দুই দেশের দ্বৈরথ শুধু ফুটবল মাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই লড়াই মর্যাদার, আবেগের। ইংল্যান্ড ফুটবল দলের প্রসঙ্গ উঠলেই জার্মানরা যেমন ভুলতে পারেন না ১৯৬৬ বিশ্বকাপের সেই ফাইনাল।

৫৫ বছর আগে বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের জেফ হার্সরে শট ক্রসবারে লেগে নীচে পড়ে বেরিয়ে এসেছিল। জার্মানির দাবি ছিল, বল গোললাইন পেরিয়ে যায়নি। কিন্তু সহকারীর সঙ্গে আলোচনা করে রেফারি গোলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০১০ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের শট ক্রসবারে লেগে নীচে পড়ে গোললাইন পেরিয়ে গিয়েছিল। টেলিভিশন রিপ্লে-তে পরিষ্কার তা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু লাইন্সম্যান গোল বাতিল করেন। সেই সময় ইংল্যান্ড ১-২ পিছিয়ে ছিল। ম্যাচ জার্মানি ৪-১ জিতলেও ইংল্যান্ডের ফুটবলার থেকে সাধারণ সমর্থক- এখনও মনে করেন, অন্যায্য ভাবে ল্যাম্পার্ডের গোল বাতিল না হলে তাঁরা ম্যাচটা জিততেন!

আগামী বুধবার রাতে শেষ ষোলোর লড়াইয়ের আগে জার্মানির কোচ ওয়াকিম লো হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়ে দেন, আগামী সপ্তাহে ওয়েম্বলিতে অন্য ধাঁচের জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ইংল্যান্ডকে। তিনি বলেন, "আসল কথাটা হল আমরা পরের রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছি।

খেলতে হবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং আগামীকাল থেকে সেই ম্যাচ নিয়েই শুরু হবে চিন্তাভাবনা।" প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকা বলেছেন, "আমি আশাবাদী, জার্মানির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড ভাল ফল করবে। এবার ইংল্যান্ড দলকে অনেক বেশি লক্ষ্যে স্থির দেখাচ্ছে।" এক ধাপ এগিয়ে আর এক প্রাক্তন তারকা ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড জানিয়েছেন, নিভৃতবাস পর্ব শেষ হলে জার্মানি ম্যাচে কোচ গ্যারি সাউথগেটের ফেরানো উচিত মেসন মাউন্টকে। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি চাপে রাখবে এদিকে জার্মানি শিবিরে অস্বস্তি রয়েছে থোমাস মুলারকে নিয়ে। চোটের কারণে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে তিনি খেলেননি। ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে মুলারকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চলছে।

ইংল্যান্ড সিরিজে ব্যাটিংয়ে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত কোহলির, প্রস্তুতি ম্যাচের আবেদন ইসিবির কাছে

লন্ডন, ২৫ জুন (হি.স.) : এবার ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে পরিবর্তেনর বড়সড় ইঙ্গিত দিলেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের ব্যাটিংয়ের যে ভরাডুবি হয়েছে, তা ভালোভাবে নেননি অধিনায়ক বিরাট কোহলি। গত দুই বছরে লাল বলের ক্রিকেটে দাপিয়ে খেলা ভারতীয় দলকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জেমিনসন, সাউদি, বোল্টের দাপটে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে দলের ব্যাটসম্যানরা।

কোথাও যেন একটা আত্মবিশ্বাসের অভাব ফুটে উঠেছে দলটার মধ্যে। আর এরপরই দলের ব্যাটিংয়ে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন ভারত অধিনায়ক। তার সাফ বার্তা, 'যাদের টেস্ট খেলার সঠিক মানসিকতা রয়েছে। একমাত্র তাদেরই সুযোগ দেওয়া হবে।' যদিও ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিও ব্যার্থ।

গত দুই বছরে তার ব্যাটে কোনো সেঞ্চুরি নেই। তার উপর বৃষ্টিবিঘ্নিত ফাইনাল ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে চেতেস্বর পূজারা ও রাহানেদের অসহায় আত্মসমর্পণ। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ইসিবির কাছে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আবেদন জানাবে বিসিসিআই। কারণ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগে ভারত ইংল্যান্ডে পৌঁছে কোন প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলেই সোজা ফাইনালে খেলতে নাম। যার ফল হারে হারে টের পেয়েছে ভারতীয় দল। পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারেনি তারা।

শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের জার্সি পরে উচ্ছ্বসিত পাড়িক্কল-রানারা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভারতের জার্সি পেয়ে উচ্ছ্বসিত দেবদত্ত পাড়িক্কল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, চেতন সাকারিয়ারা। বিসিসিআই-এর পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে ধরা পড়ল তাঁদের উচ্ছ্বাস। শিখর ধাওয়নের নেতৃত্বে বেশ কিছু নতুন মুখকে খেলতে দেখা যাবে এই সফরে। বিসিসিআই-এর পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে জিমে অনুশীলন করতে দেখা গেল সাকারিয়াদের। সেখানেই নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তাঁরা। সাকারিয়া বলেন, "ঘর থেকে বেরনোর সময় বার বার নিজেকে দেখছিলাম। জার্সিটা পরে দারুণ লাগছে।" পাড়িক্কল বলেন, "এখানে এসে ভাল লাগছে। সবার সঙ্গে দেখা হল। বেশ ভাল একটা সেশন হল আজ।" তরুণ ওপেনারকে নিয়ে মজা করেন কৃষ্ণাপ্পা গৌতম। তিনি বলেন, "ওর সঙ্গে অনুশীলন করে বেশ ভাল লাগছে। তবে ওকে আরও বেশি ওজন তুলতে হবে।" বলে দু'জনেই হাসতে থাকেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলা নীতিশ রানা বলেন, "খবরটা পাওয়ার পর থেকে অপেক্ষা করছিলাম কবে সবার সঙ্গে দেখা হবে, কবে এই জার্সিটা পাব।"

টেস্ট খেলার জন্য কোহলী, রোহিত শর্মারা ইংল্যান্ডে থাকায় এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন শিখর ধওয়ন। সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তাঁরা।

কোপা আমেরিকায় শেষ আটের যোগ্যতা অর্জন করল উরুগুয়ে

ব্রাসিলিয়া, ২৫ জুন (হি.স.) : কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল উরুগুয়ে। বলিভিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে তারা শেষ আটে উঠে গেল। অন্য ম্যাচে চিলিকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ আট নিশ্চিত করে ফেলল প্যারাগুয়ে। বলিভিয়ার শেষ আটে ওঠার কোনও সম্ভাবনা আর থাকল না।

সব থেকে বেশি বার কোপা জেতার নজির রয়েছে উরুগুয়ের। কিন্তু এবারের প্রতিযোগিতায় এখনও ছন্দ খুঁজে পায়নি তারা। প্রথম ম্যাচে আর্জেন্তিনার কাছে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে চিলির বিরুদ্ধে ড্র করে তারা। বলিভিয়ার গোলরক্ষক কার্লোস লাম্পের আত্মঘাতী গোলে বৃহস্পতিবার এগিয়ে গিয়েছিল উরুগুয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন এডিনসন কাভানি। দেশের হয়ে ৫২তম গোল হল তাঁর।

প্যারাগুয়েকে ৩৩ মিনিটে এগিয়ে দেন ব্রায়ান সামুদিয়ো। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করেন মিগুয়েল আলমিরন। গ্রুপ এ-তে তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্তিনা। পরবর্তী তিনটি স্থানে রয়েছে যথাক্রমে প্যারাগুয়ে, চিলি এবং উরুগুয়ে।

তীরন্দাজি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতীয় মহিলা দল

প্যারিস, ২৫ জুন (হি.স.) : বিশ্বসেরা হওয়া হাতছানি ভারতীয় মহিলা তীরন্দাজি দলের। দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভক্ত ও কোমালিকা বারিকে নিয়ে তৈরি ভারতের মহিলা তীরন্দাজি দল শুক্রবার ফ্রান্সকে হারিয়ে দিয়েছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের ডুয়েলে। আগাগোড়া দাপট দেখিয়ে ৬-২ ব্যবধানে ফ্রান্সকে উড়িয়ে তীরন্দাজি বিশ্বকাপের ফাইনালে স্থান করে নিয়েছে তারা। রবিবার ফাইনাল। যেখানে কেতাবি ডুয়েলে তাদের সামনে মেক্সিকোর কঠিন চ্যালেঞ্জ।

এদিন দীপিকারা ফাইনালে ওঠার পর স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। সাই মিডিয়ার পক্ষ থেকে ট্যুইট করে জানানো হয়, দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভক্ত ও কোমালিকা বারিকে অনেক অভিনন্দন। ওঁদের নিয়ে তৈরি ভারতীয় মহিলা রিকার্ভ দল তীরন্দাজি ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেজ ৩-এর ফাইনালে পৌঁছেছে। ফ্রান্সকে ৬-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ওরা। রবিবার ফাইনালে মেক্সিকোর সঙ্গে খেলা।

এদিকে, তীরন্দাজি মিক্সড ইভেন্টের ফাইনালে দীপিকা-অতনুর লড়াই নেদারল্যান্ডসের দলের বিরুদ্ধে। তাই আপাতত বিশ্বকাপের মঞ্চে জোড়া বিশ্বসেরার মুকুট জেতার অনন্য সুযোগের সামনে দাঁড়িয়ে দীপিকা কুমারী। প্যারিসে অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে দ্রুত ছিটকে যাওয়ার ফলে তারা ব্যর্থ হয়েছে টোকিও অলিম্পিক্সের টিকিট পাকা করতে। ভালো শুরু করলেও রাউন্ড অফ ১৬-এ কলম্বিয়ার কাছে ০-৬ ব্যবধানে পর্যদুস্ত হতে হয়েছিল তাদের। ফেভারিট হয়েও ভারতীয় মহিলা তীরন্দাজি দলের অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়া ছিল বড় ধাক্কা। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

উইম্বলডন থেকে নাম তুলে নিলেন সিমোনা হালেপ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : উইম্বলডন থেকে নাম তুলে নিলেন আরও এক টেনিস তারকা। চলতি উইম্বলডন খেলবেন না গত বারের বিজয়ী রোমানিয়ার খেলোয়াড় সিমোনা হালেপ। পায়ের পেশির চোটের কারণে তিনি নাম তুলে নিলেন বলে শুক্রবার নিজেই একথা জানিয়েছেন বর্তমানে বিশ্বের ৩নং টেনিস তারকা।

মে মাসের শুরুর দিকে শেষ বারে রোমে খেলেছিলেন তিনি। সেখানেই পায়ে চোট পাওয়ায় অ্যাঞ্জেলিক কের্বেরের বিরুদ্ধে ম্যাচের মাঝপথে অবসর নেন রোমানিয়ান তারকা সিমোনা হালেপ। তারপর থেকে তাঁকে আর কোর্টে দেখা যায়নি। খেলেননি ফ্রেঞ্চ ওপেনেও।

এক বিবৃতিতে হালেপ বলেছেন, 'পায়ের পেশির চোট এখনও সারেনি। তাই প্রচণ্ড হতাশার সঙ্গেই উইম্বলডন থেকে নাম তুলে নিতে হচ্ছে। উইম্বলডনে খেলার জন্য সবরকম চেষ্টা করেছিলাম। দু'বছর আগে এখানে জেতার দুর্দান্ত স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না'। করোনার কারণে গত বছর উইম্বলডন আয়োজন করা যায়নি। এবারের প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে সোমবার থেকে।

উল্লেখ্য, পুরুষ বিভাগে এর আগেই কবজির চোটের কারণে নাম তুলেছেন ডমিনিক থিম।

NOTICE INVITING e-TENDER

No.F.3/CPC/ARV/DHS/2021-22 Date:-23/06/2021

A e-Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Govt. of Tripura from resourceful, experienced and bona fide, renowned licensed Manufacturer/Importer for procurement of 3 items of Medicines" (Rate contract two year* under the DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, GOVERNMENT OF TRIPURA".
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online upto 14/07/2021 at 4.00pm **All future modification/ corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, So, bidders are requested to get the update themselves from the e- procurement web portal only.**

Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala
ICA-C-1120/2021-22

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES

সন্ধান চাই

Ref. Baikhora PS GDE No. 31 dated 18-06-2021

পাশের ছবিটি কুমারী সীমা দাস আনুমানিক বয়স ১৮ বৎসর, পিতা-শ্রী রতন দাস, সাং- পূর্ব চরক বাই, থানা-বাইখোড়া, জেলা-দক্ষিন ত্রিপুরা, উচ্চতা-৫ ফুট , গায়ের রঙ-শ্যামলা, পরাছিল কালো-গোলাপী রং এর কুতর্তী। গত ১৭-০৬-২০২১ (ইং) নিজ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মেয়েটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মেয়েটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস.পি (ডিআই.বি) কন্ট্রাল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বরু- 03823-222052 / 7628007079
২) বাইখোড়া থানা: ফোন নম্বর:- 7085878885

Superintendent of Police
South Tripura District
ICA-D-413/2021-22

সন্ধান চাই

Ref. Ramnagar Top GDE. No.10, Dated - 21/06/2021

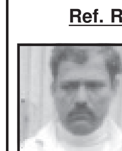

পাশের ছবিটি শ্রী চন্দন সাহা, পিতা - অতুল সাহা, সাং-মধ্য ভুবনবন, থানা-আগরতলা পশ্চিম থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-৪২ বছর, গায়ের রঙ-শ্যামলা, উচ্চতা-৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, চুল-কুকরানো, পরনে - কালো ফুল পেন্ট এবং গেরুয়া রঙের ফুল শার্ট। গত ০৭/০৬/২০২১ ইংরেজি তারিখ সকাল ৮ টার সময় কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি, বহু খোঁজা খোঁজি করার পর ও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম থানা- ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

পশ্চিম সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA-D-412/2021-22

The Executive Engineer, Engineering Cell. Samagra Shiksha Abhiyan, Shiksha Bhawan, 3rd Floor, Agartala,West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e-tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking /enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 14.07.2021** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of CWSN Toilet at 12 different schools under Sepahijala district during the year 2020-21 and 2019-20. DNIT NO:11/SE/ENGG.CELL/DSE/2021-22	30,02,434.00	30,024.00	6(Six) months	Up to 3PM 14/07/2021	At 15/07/2021 Hrs on 3pm.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er. S. Debbarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha Tripura.
ICA-C-1125/2021-22

জাগরণ 26 June, 2021, Saturday আগরতলা ২৬ জুন , ২০২১ ইং, ■ ১১ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার আমরা বাঙালীর বিক্ষোভ কর্মসূচি মোটরস্ট্যান্ড পেট্রোল পাম্পের সামনে। ছবি নিজস্ব।

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের বেনজির তাণ্ডব বাংলাদেশে, একদিনে প্রাণ হারালেন ১০৮ জন

ঢাকা, ২৫ জুন (হি. স.) : বাংলাদেশে অব্যাহত করোনার মৃত্যুঝড়। করোনার নয়া প্রজাতি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট বাংলাদেশজুড়ে বেনজির তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। কড়া বিধিনিষেধের মধ্যেও গত ২৪ ঘন্টায় মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ১০৮ জন। দেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পরে এটাই একদিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু।

১৯ এপ্রিল দেশে একদিনে সর্বোচ্চ ১১২ জনের মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছিল। বৃহস্পতিবার করোনার বলি হয়েছিলেন ৮১ জন। দৈনিক মৃত্যু এক লাফে অনেকটা বাড়লেও দৈনিক সংক্রমণ আগের দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা কমে ছয় হাজারের গণ্ডির নিচে এসেছে। নতুন করে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৮৬৯ জন। পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছে, তাতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হয়েছে। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তার জন্য দেশজুড়ে 'শাটডাউন' জারির সুপারিশ করেছে কোভিড সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শদাতা কমিটি।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে করোনা সংক্রান্ত দৈনিক বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে ৫৫৪টি ল্যাবরেটরিতে ২৭ হাজার ৬৫৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নতুন করে ৫ হাজার ৮৬৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার অর্থাৎ পজিটিভিটি রেট দাঁড়িয়েছে ২১ দশমিক ২২ শতাংশে। দেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট লাখ ৭৮ হাজার ৮০৪ জনে। মারণ ভাইরাসের ছোবলে আরও ১০৮ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হলেন ১৩ হাজার ৯৭৬ জন।'

কোভিডে ১,৩২৯ জনের মৃত্যু, ভারতে ৫১-হাজারের উর্ধে দৈনিক সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): ভারতে ফের কিছুটা কমে গেল কোভিড-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য রোজই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫১,৬৬৭ জন, এই সময়ে ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ১,৩২৯ জন করোনা-রোগী। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬৪ হাজার ৫২৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৪,১৮৯ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,১২,৮৬৮ জন (২.০৩ শতাংশ)।

কোভিড টিকাকরণ দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩০,৭৯,৪৮,৭৪৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৬০,৭৩,৯১২ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৩২৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৯৩,৩১০ জন (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭, ৩৫,৭৮১। নতুন করে ৫১,৬৬৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০১,৩৪,৪৪৫।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৪ হাজার ৫২৭ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯১,২৮,২৬৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৬.৬৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৪৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

শান্তিরবাজারের কালাছড়া বাজার থেকে কাঁঠালিয়া যাতায়তের রাস্তা বেহাল অবস্থায়, প্রশাসন নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুন।। বেহাল অবস্থায় পরিনত হয়েছে কালাছড়া থেকে কাঁঠালিয়া যাতায়তের রাস্তা। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কালাছড়া বাজার থেকে কাঁঠালিয়া যাতায়তের ইট সলিং করা রাস্তাটি ভগ্ন দশায় পরিনত হয়েরয়েছে। এলাকাবাসীরা জানান বিগত বাম আমলে রাস্তাটি নির্মান করার পতিশ্রুতি দিয়ে রাস্তার কাজে হাত দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম আমলের শেষে এলাকাবাসী আশার আলো দেখেছিলো। নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে এলাকাবাসীর কাছে ভোট চাইতেগিয়ে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং রাস্তা নির্মানকরে দেওয়ার পতিশ্রতি দেন। এলাকার উন্নয়নে আশার আলো দেখে এলাকাবাসী বিপুল হারে প্রমোদ রিয়াংকে ভোট দান করেছেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ের পরে বিধায়ক একবারের জন্য এই এলাকা পরিদর্শনে আসেননি বলে অভিযোগ

এলাকাবাসীর। এইনিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে বিধায়ক ও এলাকার প্রধান, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উবরে দেন এলাকাবাসী। উনারা জানান এই এলাকায় প্রায় ৩৫ পরিবারের লোকজনের বসবাস। রাস্তাটি ভগ্ন দশায় পরিনত হোওয়াতে বর্ষাকালে রাস্তায় জল জমেথাকে। কাঁদায় পরিপূর্ন হয়েথাকে রাস্তাটি। এতেকরে সকলকে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। তাই এলাকাবাসী চাইছে বর্তমান রাজ্যসরকার যেন এলাকাবাসীর উন্নয়নে দ্রুততার সহিত রাস্তা নির্মানে হাতদেয়। এখন দেখায় বিষয় এলাকাবাসীর সুবিধার্থে রাজ্য সরকার কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট নয়, স্পষ্ট করলেন শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ২৫ জুন (হি.স.) : কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট সম্ভব নয় বলে সাফ জানালেন মারাঠা স্ট্রংম্যান তথা এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। সম্প্রতি তিনি বিজেপি বিরোধী জোট গঠনে বিরোধী নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। যদিও ওই বৈঠকে ডাক পায়নি কংগ্রেস। তবে ব্যক্তিগতভাবে ডাকা হয়েছিল প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলকে। নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল, কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই বিজেপি বিরোধী ফ্রন্ট গড়তে চাইছেন বর্ষীয়ান এনসিপি প্রধান।

কিন্তু শুক্রবার জল্পনার অবসান ঘটালেন শরদ স্বয়ং। এদিন তিনি বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে যদি কোনও বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে হয়, তাতে কংগ্রেসকে নিতে হবে। পাওয়ারকে প্রশ্ন করা হয়, কোনও বিকল্প ফ্রন্ট গড়ে উঠলে তিনি কি তার নেতা হবেন? তিনি বলেন, বিকল্প ফ্রন্ট যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে চলবে।

গত ১১ জুন পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। পশ্চিমবঙ্গের ভোটে তাঁর পরামর্শ নিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল। তারপরেই শোনা যায়, প্রশান্ত কিশোর এনসিপি প্রধান পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, "মিশন ২০২৪" নিয়ে আলোচনা করেছেন দু"জনে। অর্থাত ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কীভাবে সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট গড়ে তোলা যাবে, তা নিয়েই প্রশান্ত কিশোর পাওয়ারকে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। অনেকের ধারণা, তৃণমূলের "মিশন ২০২৪" পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশান্ত কিশোর ঘন ঘন দেখা করছেন শরদের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট শেষ হওয়ার পরেও তৃণমূলের হয়েই জোট গঠনের কাজ করছেন প্রশান্ত কিশোর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হওয়া কিংবা মুকুল রায়কে দ্রুত পুরানো দলে ফেরানো, সব কিছুর পিছনেই প্রশান্ত কিশোরের পরিকল্পনার ছাপ দেখছেন পর্যবেক্ষকরা।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, তৃণমূল চায়, ইউপিএ-র চেয়ারম্যানের পদে কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীর বদলে আসুন শরদ। তৃণমূল এখন ইউপিএ-র সহযোগী শক্তি হিসেবে জোটে নেই। সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। দলের কোনও স্থায়ী সভাপতি পর্যন্ত নেই। এই দুর্বল কংগ্রেসকে ইউপিএ-র চেয়ারম্যানের পদটি দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে তৃণমূল মনে করে না। তারা মনে করে, শরদ সভাপতি হলে আগামী লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরতে সুবিধা হবে। পাওয়ারের বৈঠকে কংগ্রেসকে না ডাকার বিষয়টিকে আমলই দিতে চাননি লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরি। তিনি বলেন, "প্রশান্ত কিশোর কি ভাগ্যবিধাতা নাকি? তিনি অন্যদের ভাগ্য বিধাতা হতে পারেন। কংগ্রেসের নন।"

শুধু বিহারেই ১১৫ ভারতে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৭৭৬ চিকিৎসকের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.): অত্যন্ত প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে কেড়ে নিয়েছে ৭৭৬ জন চিকিৎসকের প্রাণ। শুধুমাত্র বিহারেই প্রাণ হারিয়েছেন ১১৫ জন চিকিৎসক, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ১০৯ জন চিকিৎসকের, পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৬২ জন চিকিৎসকের। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতে মোট ৭৭৬ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। সবথেকে বেশি চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে বিহার ও দিল্লিতে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৪০ জন চিকিৎসকের, অসমে ১০ জন, বিহারে ১১৫ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন, ছত্তিশগড়ে ৭, দিল্লিতে ১০৯, গুজরাটে ৩৯, গোয়াতে ২, হরিয়ানায় ১৯, জম্মু-কাশ্মীর ৩, ঝাড়খণ্ড ৩৯, কর্ণাটক ৯, কেরল ২৪, মধ্যপ্রদেশ ১৬, মহারাষ্ট্র ২৩, মণিপুর ৬, ওড়িশা ৩৪, পুদুচেরি এক, পঞ্জাব ৩, রাজস্থান ৪৪, তামিলনাড়ু ৫০, তেলেঙ্গানা ৩৭, ত্রিপুরা ২, উত্তর প্রদেশ ৭৯, উত্তরাখণ্ড ২, পশ্চিমবঙ্গ ৬২, অজানা এক।

আরও এক চাকরীচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। চাকরীচ্যুত ১০৩২৩ এর শিক্ষক প্রদীপ দেবনাথ হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। মৃতদেহ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কফিনবন্দি হয়ে শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ গকুলনগর রাস্তার মাথা নিজ বাড়িতে আনা হয়।বাড়িতে আনা মাত্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন আত্মীয় পরিজন এবং এলাকাবাসী। উনার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন ১০৩২৩ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সদস্যরা। এসে উনার মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরবর্তী সময় জয়েন্ট মাভমেন্ট কমিটির সদস্যরা ভূঁইয়ার মাতা রাস্তার পাশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

প্রমাণ ছাড়া এখনই ডেল্টা প্লাসকে শক্তিশালী বলতে রাজি নয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : ডেল্টা প্রজাতির শক্তিশালী কি না, তা জানতে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। মন্ত্রকের দাবি, দেশের ১০টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনার এই প্রজাতির সংক্রমণ দেখা দিলেও তা যে ডেল্টা প্রজাতির থেকে বেশি শক্তিশালী, তা প্রমাণ ছাড়া বলা যাবে না।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর ডিরেক্টর জেনারেল বলরাম ভার্গব জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাত, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, রাজস্থান এবং কর্নাটকের মতো রাজ্য এবং জম্মুর মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনার ডেল্টা প্লাস প্রজাতির সংক্রমণ ছড়িয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ৪৮ জনের দেহে এতে সংক্রমিত হয়েছেন। তবে তা সত্ত্বেও তাঁর মতে, সংক্রমণকে স্থানীয় স্তরেই আটকাতে হবে। তিনি বলেন, "সংক্রমণের ক্লাস্টার পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা রুখতে হবে।"

ডেল্টা প্লাসের চরিত্র জানতে ওই প্রজাতির জিনোম সিকোয়েন্সিং করছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল (এনসিডিসি)। শুক্রবার তা নিয়ে সবিস্তার তথ্য দিয়েছেন এনসিডিসি-র ডিরেক্টর সুজিতকুমার সিং। করোনার ডেল্টা প্রজাতি (যা অনেকের কাছে ভারতীয় প্রজাতি নামে পরিচিত)-র থেকে ডেল্টা প্লাস প্রজাতি শক্তিশালী কি না, তা নিয়ে এখনই কোনও ধারণা তৈরি করা উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি।

সুজিত বলেন, "(ডেল্টা) প্লাস হল করোনার একটি অতিরিক্ত প্রজাতি। এর অর্থ এই নয় যে তা ডেল্টা প্রজাতির থেকে বেশি শক্তিশালী। অন্তত নামের অর্থ তেমন নয়। এ নিয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া গেলে, আমরা অবশ্যই জানাব।" যদিও ডেল্টা প্লাসের সংক্রমণ কতটা শক্তিশালী তা যে অচিরেই জানা যাবে না, তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন সুজিতকুমার। তাঁর কথায়, "যে কোনও প্রজাতির সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলতে সময় লাগে। জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে ১০-১২ দিন প্রয়োজন। তা ছাড়া, করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধিতে কোনও নির্দিষ্ট প্রজাতিই দায়ী কি না, তা দেখার জন্য রাজ্যগুলির থেকে হয়তো ডেল্টা প্লাসের সংক্রমিতদের আরও নমুনা চেয়ে পাঠানো হবে।"

প্রসঙ্গত, এ দেশে গত ডিসেম্বরে ডেল্টা প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তার পর থেকে চলতি মাসে তার সংক্রমণ ছড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি-সহ দেশের ৩৫টি রাজ্যের ১৭৪টি জেলায়। এনসিডিসি-র মতে ডেল্টার থেকেও করোনার আলফা প্রজাতি বেশি শক্তিশালী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের অ্যাকাউন্ট ব্লক করে রাখল টুইটার

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : টুইটারের সঙ্গে কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধ নতুন মোড় নিল। শুক্রবার খোদ কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ অভিযোগ করলেন, তিনি এদিন এক ঘণ্টার ওপরে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টের অ্যাকসেস পাচ্ছিলেন না। তিনি একটি টিভি চ্যানেলের বিতর্কে নিজের বক্তব্যের ক্লিপ টুইটারে পোস্ট করেছিলেন। অভিযোগ, এর ফলে মন্ত্রী কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করেছেন। কয়েকটি টুইটে রবিশংকর প্রসাদ এদিন বলেন, "আমেরিকার ডিজিটাল মিলেনিয়াম কপিরাইট অ্যাক্ট অনুযায়ী টুইটার আমাকে আজ নিজের অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেস করতে দিচ্ছিল না।" মন্ত্রীর পালটা অভিযোগ, "টুইটার তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০২১-এর ৪ (৮) নম্বর ধারা লঙ্ঘন করেছে। নিজের অ্যাকাউন্টে আমার অ্যাকসেস বন্ধ করার আগে কোনও নোটিশ পর্যন্ত দেয়নি।" রবিশংকর প্রসাদের বক্তব্য, "টিভিতে আমি যা বলেছিলাম, তা টুইটারের মনঃপুত হয়নি। তারা জানত, আমার কথা শুনে অনেকে প্রতিক্রিয়া জানাবেন। তাই তারা তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিয়েছিল।" নতুন ডিজিটাল আইন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিরোধ চলছে টুইটারের।

রবিশঙ্কর প্রসাদের টুইটার ফিডে এরর মেসেজে বলা হয়েছে, টুইটার তার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে ডিজিটাল মিলেনিয়াম কপিরাইট অ্যাক্ট লঙ্ঘন করার অভিযোগ পেয়েছে বলে তাঁর অ্যাকাউন্টটি লক হয়ে গিয়েছে। এছাড়া টুইটার, কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি তথা আইনমন্ত্রীকে সতর্ক করে বলেছে, এরপর এই জাতীয় কপিরাইট অ্যাক্ট লঙ্ঘন করার অভিযোগ এলে তাঁর অ্যাকাউন্টটি আবার লক হয়ে যেতে পারে, এমনকী সাসপেন্ডও করে দেওয়া হতে পারে। এই সতর্কতা দিয়ে তার অ্যাকাউন্টটি ফের আনলক করা হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এর আগেও তিনি তাঁর নিজের সাক্ষাতারের নিউজ ক্লিপ শেয়ার করেছেন, কিন্তু, কোনও টেলিভিশন চ্যানেল বা কোনও অ্যাঙ্কর কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনও অভিযোগ করেনি। কাজেই টুইটারের কাজকর্ম এটাই বলছে যে তারা দাবি করলেও বাক স্বাধীনতায় তারা বিশ্বাসী নয়, শুধুমাত্র তাদের নিজেদের অ্যাজেন্ডা চালাতেই আগ্রহী। তাদের লাইনে না চললে তারা নির্বিচারে যে কাউকে তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দেবে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়নি ধূসর তালিকাতেই থেকে গেল পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.)।। ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর ধূসর তালিকাতেই পাকিস্তান। পাঁচদিনের ভার্চুয়াল মিটিং শেষে তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে এফএটিএফ জানিয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সন্ত্রাসী তালিকায় জায়গা করে নেওয়া হাফিজ সইদ, মাসুদ আজহারের মত কুখ্যাত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়াতেই তাদের ওই তালিকায় রেখে দেওয়া হল।

এফএটিএফ-এর সভাপতি মার্কাস প্লেয়ার জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে সন্ত্রাসদমনে যে ২৭টি শর্তপূরণ করতে বলা হয়েছিল পাকিস্তানকে, তার মধ্যে ২৬টি পূরণ করলেও, একটি এখনও বাকি রয়েছে, যা হল, জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদ, সংগঠনের কমান্ডার জাকিউর রহমান লকভি এবং জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের মত কুখ্যাত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু এত বছরেও তা করে উঠতে পারেনি পাকিস্তান। তাই ধূসর তালিকাতেই থাকতে হবে তাদের। ধূসর তালিকা থেকে নাম তোলার জন্য পাকিস্তানকে বেশ কিছু লক্ষ্যপূরণ করতে হবে বলেও জানিয়েছে এফএটিএফ, যার মধ্যে অন্যতম হল১) রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষিত জঙ্গিদের আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত করে সেই মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।২) আর্থিক তছরুপ আইনে সংশোধন ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে সহযোগিতা করতে হবে।৩) তাদের আধিকারিকরা যে সবরকম ভাবে তদন্ত করছেন, তার প্রমাণ দিতে হবে পাকিস্তানকে।৪) জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনও ঢিলেমি চোখে পড়লে ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫) জঙ্গিদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আন্তর্জাতিক মহলকে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে।

রাস্তারমাথায় ট্রাফিক পোস্টের দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। দীর্ঘ বছর ধরে গোকুলনগর রাস্তার মাতায় ট্রাফিক পোষ্টের দাবি করে যাচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে যান চালকরা। তাদের দাবি রাস্তার মাথা এলাকায় প্রতিনিয়ত যানজটের সমস্যা লেগে রয়েছে। তার সাথে দুর্ঘটনার ঘটছে প্রতিনিয়ত। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দুর্ঘটনা যানজটের সমস্যা ভুগছে স্থানীয়রা। বিষয়গুলো নিয়ে বারবার প্রশাসনের কাছে দাবি রেখেছিল রাস্তার মাতা এলাকা একটি ট্রাফিক পোস্ট বসানোর জন্য। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তাই পুনরায় আবার সেই ট্রাফিক পোস্টের দাবি তুলল স্থানীয় জনগণ। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে কতটুক ভূমিকা গ্রহণ করে।

দক্ষিণ জেলার কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত এলাকা বলে পরিচিত তুফান পাড়ায় করোনার টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ওই এলাকার ৩২ জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কমিউনিটি হেলথ্ অফিসার সুমিত কুরি সহ অন্য একজন স্বাস্থ্যকর্মী সেখানে পৌঁছেন এবং টিকাকরণ কর্মসূচি রূপায়ণ করেন। এদিন ৩২ জনের মধ্যে ২৯ জনকে টিকা দেয়া হয়েছে। তিনজন এলাকায় না থাকায় টিকা দেয়া সম্ভব হয়নি। ছয় কিমি দুর্গম পথ অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছতে হয়েছে। ছবি ও তথ্য- সুমীত কুরি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।